রাঁচি, শনিবার
22:04:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>190 >>08 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৯০ >> << ০৮ই, বৈশাখ ১৪৩০>>

আইপিএলে প্রথম ম্যাচে ব্যর্থ লিটন দাস

কলকাতা ঃ কেকেআরে সুযোগ পেলেন লিটন দাস, কিন্তু প্রথম ম্যাচে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি তিনি। ব্যাট হাতে চার রান, একটা ক্যাচ মিস এবং দুইটি স্টাম্পিংয়ের সুযোগ নষ্ট করা। এই হলো সংক্ষেপে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচে লিটন দাসের অবদান। কেকেআর এবার বাংলাদেশ থেকে দুইজন ক্রিকেটারকে নিয়েছিল। সাকিব আল হাসান এবং লিটন দাস। সাকিব আইপিএল খেলতে ভারতে আসেননি। লিটন এসেছেন। আসার আগে তার পারফরমেন্স ছিল যথেষ্ট ভালো। কলকাতায় আসার পর কয়েকটা ম্যাচে সুযোগ পাননি লিটন। কিন্তু দিল্লির বিরুদ্ধে সুযোগ পেয়েও চূড়ান্ত ব্যর্থ হলেন। এবার আইপিএলের মঞ্চে নিজেকে প্রমাণ করার প্রথম সুযোগ হাতছাড়া করলেন তিনি। লিটন দাসের উইকেট পাওয়ার পর মুকেশকে ঘিরে দিল্লির ক্রিকেটারদের উচ্ছ্বাস। লিটন দাসের উইকেট পাওয়ার পর মুকেশকে ঘিরে দিল্লির ক্রিকেটারদের উচ্ছ্বাস। বৃহস্পতিবার দিল্লির কাছে হেরেছে কেকেআর। পরপর পাঁচটি ম্যাচ হারার পর দিল্লি এবারের মরসুমে প্রথম জয় পেল। কলকাতার ব্যাটারদের মধ্যে একমাত্র জেসন রয় ছাড়া কেউ রান পাননি। অধিনায়ক নীতীশ রানা, পাঁচ ছক্কা মেরে দলকে আগে জেতানো রিঙ্কু সিং, গত ম্যাচে শতরান করা ভেঙ্কটেশ নায়ার কেউই রান পাননি।

বাজার দর

SENSEX : 59655.06 +22.71
NIFTY : 17624.05 -0.40

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
35.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .12 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .22 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 57,700 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 60,380 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 81,300 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

পাপুয়ায় সংঘর্ষে নিহত ৪ সেনার মৃতদেহ উদ্ধার করেছে ইন্দোনেশিয়া

পাপুয়া ঃ ইন্দোনেশিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী দেশটির পাপুয়া অঞ্চলে বিদ্রোহীদের হাতে জিম্মি নিউজিল্যান্ডের এক পাইলটকে খুঁজতে গিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হামলায় নিহত চার সরকারি সেনার মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। বৃহস্পতিবার কর্মকর্তারা এ কথা জানিয়েছেন। ফ্রি পাপুয়া মুভমেন্টের সশস্ত্র শাখা ওয়েস্ট পাপুয়া লিবারেশন আর্মির সদস্যরা শনিবার পাপুয়া প্রদেশের এনদুগা জেলায় ৩৬ জন সরকারি সেনার ওপর অতর্কিত হামলা চালালে ৪ জন এলিট সেনা সদস্য নিহত হয়। নিউজিল্যান্ডের ফিলিপ মার্ক মেহরটেনস নামে ওই পাইলটকে গত ফেব্রুয়ারি মাসে বিচ্ছিন্নতাবাদিরা অপহরণ করে। তাঁকে খুঁজতে গেলে বিচ্ছিন্নতাবাদিরা সেনাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। পাইলট অপহরণের ঘটনাটি পাপুয়া প্রদেশের ক্রমাবনতি নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে প্রতিফলিত করে। নিউ গিনির পশ্চিম অংশে অবস্থিত পাপুয়া একটি সাবেক ডাচ উপনিবেশ যা ইঃদোনেশিয়ার বেশির ভাগ অংশ থেকে জাতিগত ও সাংস্কৃতিকভাবে আলাদা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাপুয়ায় ধারাবাহিক সহিংস ঘটনার মধ্যে শনিবারের লড়াই সর্বশেষ ঘটনা। শনিবার পাপুয়ার আদিবাসী ও ইন্দোনেশিয়ার বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইন্দোনেশিয়া, সম্ভাব্য মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বৃহত্তর মানবিক সংকট ঠেকাতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে সংলাপকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। অ্যামনেস্টির সংগৃহীত তথ্য দেখায় যে, ২০১৮ সাল থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বিদ্রোহী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যকার সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৭৯ জন বেসামরিক নাগরিক, ৩৫ জন ইন্দোনেশীয় সেনা, ৯ জন পুলিশ এবং ২৩ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী নিহত হয়েছেন।

প্রকৃতির কোলে অভিনব আর্থ হাউস

সুইজারল্যান্ডঃ প্রকৃতির কোলে, মাটির মধ্যে ভবন অথচ আলোবাতাসের অভাব নেই। জ্বালানি সাশ্রয়ের ফলে পকেটের উপর চাপ কমছে। এমন বহুমুখী সুবিধা এনে দিচ্ছে 'আর্থ হাউস'। একাধিক স্থপতি এমন নির্মাণের পথ বাতলে দিচ্ছেন।

সুইজারল্যান্ডের স্থপতি পেটার ভেচ গত ৫০ বছর ধরেই প্রকৃতির মধ্যে বাড়িঘর তৈরি করে আসছেন। গোটা ইউরোপজুড়ে তিনি প্রায় একশটি 'আর্থ হাউস' তিরি করেছেন। যেমন মাটির ঢিপির মধ্যে ভবন। কাজের পরিবেশ ভালো। জ্বালানি সাশ্রয়ের পাশাপাশি সবুজের সমারোহও বাড়তি আকর্ষণ। পেটার ভেচ বলেন, ''এই নির্মাণ পদ্ধতিতে আমার অনেক কম উপাদানের প্রয়োজন হয়। নিখুঁত পরিমাপও চাই না। একেবারে সেন্টিমিটার ধরে কাজ করতে হয় না, বরং অনুভূতি অনুযায়ী লাগালেই চলে। শিশুরা যেমন বালুর স্তূপে দূর্গ বানায়। সৃজনশীলতা দেখিয়ে তোরণ কিছুটা উপরে রাখা যায়।''

পেটার ভেচ কংক্রিট দিয়েই তাঁর 'আর্থ হাউস' তৈরি করেন। অন্য স্থপতিরা সাধারণত প্রাকৃতিক উপাদানই বেশি ব্যবহার করেন। ভবন ও প্রকৃতির মধ্যে বিভাজন প্রায় চোখেই পড়ে না। সেগুলি প্রকৃতিরই অংশ হয়ে ওঠে। পেটার বলেন, ''যেমন এখানে ৫০ সেন্টিমিটার পুরু মাটির স্তর রয়েছে, উপর দিকে এক মিটার, ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ঢাকা রয়েছে। এর ফলে অনেক সবুজ অংশ পাওয়া যায়, অনেক কম অংশ সিল করতে হয়। আমরা আবার গাছপালার জায়গা সৃষ্টি করতে পারি।''

কংক্রিটের জঙ্গলের বদলে সবুজ ঢিপি। কিন্তু বাইরেটা এমন হলেও মাটির নীচের ভবনের ভেতরে আলো, শীতাতপ ও উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ কতটা কার্যকর হয়?

গেয়ার্ড হানসেনও প্রায় ৩০ বছর ধরে 'আর্থ হাউস' নির্মাণ করছেন। তিনি কংক্রিটের বদলে মাটির মোড়কে ঢাকা কাঠের মডিউল ব্যবহার করেন। গেয়ার্ড বলেন, ''ভবনটি আসলে 'প্যাসিভ হাউস' হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ খুব ভালো জানালা, খুব ভালো ইনসুলেশনও রয়েছে। তবে মাটিও ভবনটির তাপমাত্রার উপর বড় প্রভাব রাখে। নীচের দিকে চার মিটার 'স্লোপ এমব্যাংকমেন্ট' রয়েছে। ছাদের উপর শুধু সবুজের স্তর নয়, বেশ পুরু মাটির স্তর রয়েছে। ফলে গ্রীষ্মে ভেতরে মনোরম শীতল পরিবেশ থাকে। আর শীতকালেও বেশি হিটিংয়ের প্রয়োজন হয় না। হিটিংয়ের জন্য নামমাত্র ব্যয় হয়।''

আনা ক্লর ছয় বছর ধরে সপরিবারে এমন এক 'আর্থ হাউস'-এ বাস করছেন। প্রথম দর্শনেই তিনি সেই ভবনের প্রেমে পড়েছিলেন। ভবনটি দশ মিটার চওড়া এবং মাটির নীচে শিকড় ও পানি নিরোধক বিশেষ মোড়ক দিয়ে ঢাকা। সামনে ও পেছনদিকে তিনটি করে কাচের স্তরের বিশাল জানালা রয়েছে। 'আর্থ হাউস'-এর মালিক আনা ক্লর বলেন, ''নির্মাণের সময় বাসাটি হয়তো কিছুটা অন্ধকার হবে বলে আমাদের মনে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। আমার মতে, 'আর্থ হাউস' শব্দটি শুনলে সবার আগে মানুষের মনে সেই বিষয়টি ভেসে ওঠে। মনে হয় অন্ধকার ও বদ্ধ জায়গা। কিন্তু এখানে যথেষ্ট আলো আছে এবং ভবনটি স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।''

হানসেন নামের নির্মাণ কোম্পানি ভবনটির কাঠের মোড়ক সরবরাহ করেছে। কোম্পানি সেটি বসানোর দায়িত্বও নিয়েছে। ক্লর পরিবার ভবনের ভেতরের কাজ নিজেরাই করেছে। ফলে শেষ পর্যন্ত প্রথাগত পারিবারিক ভবনের তুলনায় অনেক বেশি ব্যয় হয়েছে।

কিন্তু বাস্তবে মাটির স্তরের নীচে বাস করার অভিজ্ঞতা কেমন? আনা ক্লর মনে করেন, ''ভবনের ছাদ যে ভালো সেটা আমরা টের পাই, কারণ জ্বালানি ও হিটিংয়ের ব্যয় খুব কম। হিটিং ও গরম পানির জন্য মাসে ৬০ ইউরো মাসুল গুনতে হয়। মাটি দিয়ে ঢাকা থাকায় আমাদের বাড়ি দ্রুত গরম হয়ে ওঠে না। মাটির স্তর শীতকালেও আমাদের উষ্ণতা দেয়।''

ঢিপির মধ্যে এমন ইনসুলেটেড ভবন সাধারণ জ্বালানি ব্যয়ের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সাশ্রয় করে। সেইসঙ্গে মাটির স্তর বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে ভবনের কার্বন ফুটপ্রিন্টও কমিয়ে দেয়। আনা ক্লর মনে করিয়ে দেন, ''খননের সময়ে যে মাটি তোলা হয়েছিল, সেগুলি ছাদের উপর ছড়িয়ে তার উপরটা সবুজ করে তুলেছি।'' আনা ক্লর 'আর্থ হাউস'-এ থাকার একাধিক সুবিধা টের পাচ্ছেন। তবে এমন ভবনে একাধিক তলা রাখা সম্ভব নয়। কারণ সে ক্ষেত্রে অ্যাংগেল অত্যন্ত খাড়া হতো, তার উপর মাটি ঢালা সম্ভব হতো না।

কিয়েভের আকাশে রহস্যময় তীব্র আলোর ঝলকানি

কিয়েভ ঃ ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে বুধবার রাত দশটার দিকে এক চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানিতে পুরো আকাশ উজ্জ্বল হয়ে পড়েছিল। নানা জল্পনাকল্পনা চলছে। দু তিনটি সম্ভাব্য কারণের কথাও জানিয়েছে সরকারি কর্তৃপক্ষ। সর্বশেষ ব্যাখ্যা এসেছে ইউক্রেনের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে। তারা বলছে এই আলোর সূত্র সম্ভবত কোনো উল্কাপিণ্ড। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় সেটি থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে। তবে তারা এখনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। নগরের বাসিন্দারা প্রথমে ধরেই নিয়েছিল যে কিয়েভে আরেকটি রুশ বিমান বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে। বিমান সতর্কীকরণ সাইরেনও বেজে ওঠে, কিন্তু ইউক্রেনের বিমান বাহিনী রুশ হামলার সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়। পরে ইউক্রেনের সরকারি কর্তৃপক্ষ ধারণা করে যে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসার বাতিল করা একটি কৃত্রিম উপগ্রহ বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেছে এবং আলোর ঝলকানির সূত্রপাত সেখান থেকেই। কিয়েভের সামরিক প্রশাসনের প্রধান সেরহি পোপকো সামাজিক মাধ্যম টেলিগ্রামে বলেন নাসার একটি কৃত্রিম উপগ্রহ হয়তো ভূপৃষ্ঠের দিকে নিমে আসছে। তিনি বলেন নাসা থেকে আগেই জানানো হয়েছিল ৩০০ কিলোগ্রাম ওজনের অকেজো একটি কৃত্রিম উপগ্রহ বুধবার রাতে বায়ুমণ্ডলে ঢুকতে করতে পারে। কিন্তু নাসার একজন মুখপাত্র রব মারগেটা বিবিসিকে জানান যখন কিয়েভের আকাশে ঐ আলোর ঝলকানি দেখা যায় সেসময় তাদের ঐ উপগ্রহটি কক্ষপথেই ছিল। স্যাটপ্লেয়ার নামে যে ওয়েবসাইটটি কৃত্রিম ভূ উপগ্রহগুলোর ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখে তারা জানায় বুধবার রাত দশটার সময় মার্কিন ঐ উপগ্রহটি ইউক্রেনের ধারেপাশে ছিলনা। ইউক্রেনের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ধারণা করছে কিয়েভে বুধবার রাতের আলোর ঝলকানির সূত্র সম্ভবত কোনো উল্কাপিণ্ড। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় সেটি থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে। নাসা ২০০২ সালে রেসসি নামে কৃত্রিম এই গবেষণা উপগ্রহটি পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠিয়েছিল। ২০১৮ সাল থেকে সেটি অকেজো করে দেওয়া হয়। ইউক্রেনের সামাজিক মাধ্যমগুলোতে রহস্যময় এই আলোর ঝলকানি নিয়ে নানা জল্পনা, গুজব চলছে। অনেকে বলছে ভিন গ্রহের বাসিন্দাদের কাজ ছিল এটি। তবে ইউক্রেনের বিমান বাহিনীর মুখপাত্র ইউরি ইহনাত একটি টিভি চ্যানেলকে বলেন প্রতিবেশী বেলারুশের উত্তরাঞ্চলেও এই ঝলকানি দেখা গেছে।

ইউক্রেনের জন্য সহায়তা, রাশিয়ার জন্য শাস্তি

বার্লিন ঃ শুক্রবার জার্মানিতে এক বৈঠকে ইউক্রেনের জন্য আরো সামরিক সাহায্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। রাশিয়ায় রপ্তানির উপর জি সেভেন প্রায় সার্বিক নিষেধাজ্ঞা চাপানোর উদ্যোগ নিচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে।

গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ার হামলার শুরু থেকেই পশ্চিমা বিশ্ব পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে ইউক্রেনকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে চলেছে। জার্মানির রামস্টাইনে মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে নিয়মিত মিলিত হয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তারা ইউক্রেনের চাহিদা ও সম্ভাব্য সামরিক সহায়তা নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি আরো যুদ্ধবিমান ও দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের অনুরোধ করায় শুক্রবার আবার এমন এক বৈঠক বসছে। প্রায় ৫০টি দেশের প্রতিনিধি সেই আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন।

ন্যাটোর মহাসচিব ইয়েন্স স্টলটেনবার্গ বৃহস্পতিবার নিজে কিয়েভে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলেছেন। জেলেনস্কি ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর জন্য আরও সহায়তার পাশাপাশি দ্রুত ন্যাটোয় যোগদানের আমন্ত্রণ পেতে চান। জুলাই মাসে ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনেই তিনি এমন 'ঐতিহাসিক' পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন। তাছাড়া দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, আধুনিক বোমারু বিমান ও সাঁজোয়া গাড়ি সরবরাহের ক্ষেত্রে কিছু সদস্য দেশের অনিচ্ছা দূর করতে তিনি ন্যাটোর সহায়তা চেয়েছেন। উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহে জার্মানি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উন্নত প্যাট্রিয়ট এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এবং এবং আইরিস-টি নামের অ্যান্টি এয়ার মিসাইল সিস্টেম সরবরাহ করেছে।

সরাসরি জেলেনস্কির অনুরোধ মেনে না নিলেও ন্যাটোর মহাসচিব ইউক্রেনকে আরও অস্ত্র সরবরাহের প্রয়োজন তুলে ধরেন। বিশেষ করে আরও গোলাবারুদ এবং সামরিক সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণের মাত্রা বাড়ানোর উপর জোর দেন তিনি। স্টলটেনবার্গ বলেন, ন্যাটো আজ, আগামীকাল এবং যতদিন প্রয়োজন ইউক্রেনের পাশেই থাকবে। তিনি বলেন, ইউরো-অ্যাটলান্টিক পরিবারই ইউক্রেনের সঠিক জায়গা। রাশিয়া আবার ইউক্রেনের ন্যাটোয় অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করেছে।

ইউক্রেনের জন্য আরো সহায়তার পাশাপাশি রাশিয়ার উপর আরো চাপ সৃষ্টি করার উদ্যোগ নিচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব। শিল্পোন্নত দেশগুলির গোষ্ঠী জি সেভেন রাশিয়ায় প্রায় সব পণ্যের রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞার উদ্যোগ নিচ্ছে বলে জাপানের কিয়োডো সংবাদ সংস্থা দাবি করেছে। ব্লুমবার্গ নিউজও এমন নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ করেছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী শুধু জি সেভেন নয়, ইউক্রেনের সহযোগী দেশগুলিও সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারে। আগামী মাসে জাপানে জি সেভেন শীর্ষ সম্মেলনে সেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হতে পারে।

ছদ্মবেশে ▶ যেভাবে দুষ্কৃতীরা গুলি চালালো, তা সব পেশাজীবীদের কাছেই বিপদের কারণ

দিল্লির আদালতে আইনজীবীর পোশাকে দুষ্কৃতির গুলি

নয়া দিল্লি ঃ দক্ষিণ দিল্লির সাকেত আদালতে আইনজীবীর পোশাক পরে এক নারীকে গুলি করলো দুষ্কৃতি। ওই নারী ও তার আইনজীবীর গায়ে গুলি লেগেছে। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ওই নারীকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশের দাবি, অভিযুক্তর সঙ্গে আর্থিক বিষয় নিয়ে ঝামেলা চলছিল ওই নারীর।

সংবাদসংস্থা এএনআই জানাচ্ছে, মোট চার রাউন্ড গুলি চালায় ওই দুষ্কৃতি।

গত শনিবার সাংবাদিকের ছদ্মবেশে অপরাধীরা উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে অভিযুক্ত ডন ও রাজনীতিবিদ আতিক আহমেদ ও তার ভাইকে গুলি করে হত্যা করে। পেশাজীবীদের ছদ্মবেশে যেভাবে দুষ্কৃতীরা গুলি করে মানুষকে হত্যা করছে, তাতে রীতিমতো চিন্তিত বিশেষজ্ঞরা।

দিন দুয়েক আগে দক্ষিণপশ্চিম দিল্লির দ্বারকাতে দুই মোটরসাইকেল আরোহী গুলি করে এক আইনজীবীকে হত্যা করেছে।

দক্ষিণ দিল্লির সাকেত আদালত খুবই সুরক্ষিত জায়গা। সেখানে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা বলয় পেরিয়ে কেউ ভিতরে ঢুকতে পারেন। সেই আদালত চত্বরে শুক্রবার সকালে আইনজীবীর পোশাক পরে এক দুষ্কৃতী এক নারীকে লক্ষ্য করে চার-পাঁচ রাউন্ড গুলি চালায়। তিনটি গুলি ওই নারীর দেহে লাগে। দুইটি পেটে ও একটি হাতে।

পুলিশের ডিজি চন্দন চৌধুরী হিন্দুস্তান টাইমসকে জানিয়েছেন, ওই নারীর নাম এম রাধা। তাকে সঙ্গে সঙ্গে সাকেতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরে তাকে এইমস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা সংকটজনক। রাধার সঙ্গে থাকা আইনজীবীর গায়েও গুলি লাগে। তবে তার আঘাত অতটা গুরুতর নয়।

সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, অভিযুক্তের সঙ্গে ওই নারীর কথা কাটাকাটি হচ্ছে। তারপর দুষ্কৃতী পিস্তল বের করে গুলি চালায়।

চন্দন চৌধুরী বলেছেন, অভিযুক্ত আগে আইনজীবী ছিল। পরে বার কাউন্সিল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। ফলে সে আর ওকালতি করতে পারে না। ওই অভিযুক্তই রাধা ও আরেক আইনজীবীর বিরুদ্ধে ২৫ লাখ টাকা জালিয়াতি করার অভিযোগে মামলা করেছিল। শুক্রবারই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল।

দিল্লির আদালতগুলিতে অন্যদের তল্লাশি করা হলেও আইনজীবীদের সচরাচর করা হয় না। হলেও খুবই ওপর ওপর তল্লাশি করা হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু আদালত চত্বরে ঢোকার মুখে স্ক্যানার থাকে। সেখানে তো কেউ পিস্তল নিয়ে ঢুকলে তা ধরা পড়া উচিত।

অভিযুক্ত ক্যান্টিনের পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েও গেছে। পুলিশ এখন তার খোঁজে নেমেছে বলে ডিসিপি জানিয়েছেন।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এই ঘটনার পর দিল্লির এলজি ভি কে সাক্সেনার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ''দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই খারাপ জায়গায় পৌঁছেছে। সকলের উচিত নিজের কাজ ঠিক করে করা। তা না করে অন্যের কাজে সমানে হস্তক্ষেপ ও নোংরা রাজনীতি করা উচিত নয়। কাজ করতে না পারলে ইস্তফা দেয়া উচিত।'' দিল্লিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। আর এলজি হলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি। আপ নেতা ও দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, ''নতুন এলজি দায়িত্ব নেয়ার পর দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে।''

প্রবীণ সাংবাদিক সুনীল চাওকে মনে করছেন, উত্তরপ্রদেশে যেভাবে সাংবাদিক সেজে আতিককে হত্যা করা হয়েছে, তাতে সাংবাদিকদের বিপদ বাড়বে। ডিডাব্লিউকে তিনি বলেন, ''সাংবাদিকদের সন্দেহের চোখে দেখা হবে। ফলে কাজ করতে আরো অসুবিধা হতে পারে। বিশেষ করে টিভি ও ডিজিটাল সাংবাদিক, যাদের সবসময় ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ করতে হয়। তারা বিপাকে পড়বেন।''

মানবাধিকার সংস্থা পিইউডিআরের কর্মকর্তা আশিস গুপ্তও মনে করেন, ''উত্তরপ্রদেশে সাংবাদিক ও দিল্লিতে আইনজীবী সেজে যেভাবে দুষ্কৃতীরা গুলি চালালো, তা সব পেশাজীবীদের কাছেই বিপদের কারণ।'' ডিডাব্লিউকে তিনি বলেছেন, ''সরকারও এই সুযোগে সাংবাদিকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।''

আশিস মনে করেন, ''এক্ষেত্রে পুলিশ ও প্রশাসনের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। তারা ব্যর্থ হচ্ছে বলেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। ফলে সরকার দায় এড়াতে পারে না।''

জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

প্লাস্টিকপাট দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে স্বনির্ভর জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের মহিলারা

জলপাইগুড়ি ঃ প্লাস্টিকপাট জাত দব্য দিয়ে তৈরি ব্যাগ ও ঘর সাজার উপকরণও, হরেকরকম খেলনা, ছোটদের জামা কাপড়ও সহ বিভিন্ন আসবাব পত্র নিজের হাতে তৈরী করে গ্রামের মহিলারা কিভাবে স্বনির্ভর হয় এর জন্য আনন্দধারা জলপাইগুড়ি ও হস্ত এর যৌথভাবে এবং ময়নাগুড়ি ব্লক সমষ্টি আধিকারিকের ব্যবস্থাপনায় গ্রামের মহিলাদের স্বনির্ভর করার উদ্যোগী হয়েছেন। গ্রামের মহিলাদের তৈরি সামগ্রী গুলি বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনী স্টলে স্থান পাবে বলে জানিয়েছেন আনন্দধারা জলপাইগুড়ি সংস্থা। ময়নাগুড়ির বিভিন্ন গ্রামের ৩২ জন মহিলার এই সংস্থার কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা স্বনির্ভর হওয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য গত ১৩.০২.২০২৩ তারিখে ময়নাগুড়ি ব্লক অফিসে ৪০ দিনের এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বনির্ভর হওয়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা জানান, পাট প্লাস্টিক বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন রকম সামগ্রী তৈরি করতে পেরে আমরা আনন্দিত এবং আমাদের এই সামগ্রিকগুলি বিভিন্ন মেলা এবং প্রদর্শনী স্টল গুলিতে স্থান পাবে এটা ভেবে আমরা অনেকটাই আনন্দিত এবং আমরা স্বনির্ভর হতে পারব। আনন্দধারা জলপাইগুড়ি সংস্থার ডিজাইনার প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকা কর্না দত্ত জানান, মূলত আমরা গ্রামের মহিলাদেরকে স্বনির্ভর করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছি। ময়নাগুড়ি ব্লক অফিসে ৪০ দিনের এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আযোজন করা হয়েছিল। ময়নাগুড়ির বিভিন্ন গ্রামের মহিলারা এই প্রশিক্ষণ শিবিরে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তাদের এই আগ্রহপ্রকাশে অনেকটাই তারা সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। তাছাড়াও গ্রামের মহিলারা যদি এভাবে এগিয়ে আসে তাহলে তারাও স্বনির্ভর হতে পারবে আশা করি অনেক গ্রামের মহিলারা এই কাজে উদ্যোগী হবে। মূলত আমাদের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত করা হয়েছে বাস পাট এবং বিভিন্ন সামগ্রী সেইসব সামগ্রী থেকে আমরা তৈরি করতে পেরেছি ব্যাক ফুলদানি টেবিল, কপার, সহ বিভিন্ন আশবাস পত্র। আমরা চাই গ্রামের মহিলারা আরো স্বনির্ভর হয়ে এগিয়ে যাক।

দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট ফ্ল্যাট টাউন ব্লক২এর ৮ জন সম্পাদক ও ৫জেন সহসভাপতি সহ বাকি সদস্যদের নাম ঘোষণা

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরসভায় ১৩ নম্বর ওর্য়াড কার্যালয়ে এক আলোচনায় মিলিত হন দার্জিলিং জেলা সমতল টাউন ব্লক২ এর সভাপতি মানিক দে রাজ্য কমিটির সম্পাদক প্রতুল চক্রবর্তী ও অন্যান্য সদস্যরা।আলোচনার শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মানিকবাবু জানান গতকাল তাঁর কাছে টাউন ব্লক২ এর ফাইনাল তালিকা আসেন এবং তা আজ প্রকাশিত করবার নির্দেশ আসে।সেই মতে আজ ৮ জন সম্পাদক ও ৫জন সহসভাপতি সহ বাকি সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হলো।দলের নির্দেশ মত এবং সংগঠনকে মজবুত করতে ঝাপিয়ে পরে কাজ করবে এই টাউন ব্লক২ এর সকল সদস্যরা।এতো দিন তাঁর পক্ষে একা কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছিলো।এখন পূর্ণাঙ্গ দল পাওয়ায় কাজ করতে সুবিধা হবে।

কোচবিহার সাহিত্য সভায় অনুষ্ঠিত হলো আই এস এফ এর কর্মী সভা

কোচবিহার ঃপঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে কোচবিহার সাহিত্য সভায় অনুষ্ঠিত হলো আই এস এফ এর কর্মী সভা। সাংগঠনিকভাবে কোচবিহার জেলায় প্রথমবার এই কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন আই এস এফ এর কার্যকরী রাজ্য সভাপতি সামসুর আলী মল্লিক, আই এস এফ এর অফিস সম্পাদক নাসিরউদ্দিন মীর সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিনের কর্মী সবার আগে আইএসএফের কার্যকরী রাজ্য সভাপতি শামসুল আলী মল্লিক বলেন, আমাদের লড়াই সমাজ বদলের লড়াই। আমরা সমাজকে বদলাতে পথে নেমেছি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কয়টি আসনের জয়লাভ করলাম। কয়টা শুনে পরাজিত হলাম সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষ যদি সংসদীয় দায়িত্ব দেয় সেই দায়িত্ব আমরা পালন করব। তৃণমূল এবং বিজেপিকে পরাজিত করতে তৃণমূল বিজেপি বিরোধী শক্তি পাশে দাঁড়াবো আমরা। যেখানে আমাদের শক্তি বেশি থাকবে সেখানে আমরা প্রার্থী দিব। আবার যেখানে আমাদের শক্তি কম থাকবে সেখানে কংগ্রেস বিজেপির বিরোধী শক্তির পাশে থাকবো।

কিরণচন্দ্র শ্মশানে শ্মশানের জন্য দ্বিতীয় বৈদ্যুতিক চুল্লির উদ্বোধন

শিলিগুড়িঃ অবশেষে শিলিগুড়ি শহর পেল দ্বিতীয় বৈদ্যুতিক চুল্লি।যার ফলে বেশ কিছুটা সময়ের অপচয়ের হাত থেকে রেহাই পাবে শব যাত্রীরা।

প্রাক্তন পুরমন্ত্রি অশোক ভট্টাচার্যর উদ্যগে শিলিগুড়িতে তৈরি হয়েছিল কিরনচন্দ শ্মশান ঘাটের বৈদ্যুতিক চুল্লি।দুটি চুল্লি দিয়ে শুরু হয় শবদাহ প্রক্রিয়া। পরবর্তিতে একটি চুল্লি বিকল হলে একটি চুল্লি দিয়েই শবদাহ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।ফলে চরম দুর্ভোগের স্বিকার হয় শবযাত্রিরা।অন্যদিকে শবদাহের চাপ কমাতে সাহুডাঙ্গিতে তার বিকল্প একটি চুল্লি তৈরি করে এস জে ডি এ।এবার শিলিগুড়িতে সম্পুর্নরুপে শবদাহের চাপ কমাতে চুল্লি তৈরি করার উদ্যগ গ্রহন করে পুরসভা।সেই মতো দ্রুত গতিতে এর কাজও শেষ হয়।সোমবার সেই দ্বিতীয় চুল্লির উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়র গৌতম দেব।উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার,কমিশনার সোনম ওয়াংদি ভুটিয়া,চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঞ্জয় পাঠক সহ অন্যান্য বোর্ড সদস্যরা।মেয়র গৌতম দেব জানান,,মানুষের দাবি মেনে ১কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যায়ে এই চুল্লি তৈরি করা হয়েছে।আরোও কিছু আনুষাঙ্গিক কিছু কাজ রয়েছে, তাও দ্রুত শেষ করা হবে।

বাম শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ ও এ বি পি টি এ এর উত্তর কন্যা অভিযান ঘিরে ধুমধুমার

শিলিগুড়ি ঃ একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে বাম শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ ও এ বি পি টি এ এর উত্তর কন্যা অভিযান ঘিরে ধুমধুমার পরিস্থিতি বিক্ষোভকারীদের আটকে দিল পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চালানো হলো জলকামান।

সোমবার শিলিগুড়ি নৌকা ঘাট থেকে বাম শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ ও এ বি পি টি এ এর সদস্যরা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ সমস্ত বকায়া প্রদান সহ কেন্দ্রীয় হারে ডি এর দাবিতে এধীন অভিযানে নামেন এই মিছিল কে ঘিরে কোন আপত্তিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী মিছিল আটকাতে পুলিশ ব্যারিকেট দেয় পুলিশ।

মিছিলটি তিন বাতি মোড়ের কাছে আসতেই বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয় পুলিশ এর পরে শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে ধ্বসাধুস্তি ঘটনা ঘিরে রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি তৈরি হয়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পুলিশের তরফে চালানো হয় জলকামান পরবর্তীতে সংগঠনের কয়েকজনের একটি প্রতিনিধি দল উত্তর কন্যায় গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেয়।

আইএসএফ ও তৃণমূল কংগ্রেসের সংঘর্ষের জেরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে জগত্বল্লভপুরে পঞ্চায়েত ভোটের হাওড়ার জগত্বল্লভপুরে ফের উত্তেজনা। আইএসএফতৃণমূল সংঘর্ষের অভিযোগ। আইএসএফ এর অভিযোগ, তাদের দলের কর্মীদের হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের পাশাপাশি দোকানে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সংঘর্ষ বাধে দু'পক্ষের মধ্যে। ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিকে, আইএসএফের সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তাদের দাবি এটা ওদের নিজেদের গোষ্ঠীকোন্দল।রবিবার রাতে ওই রাজনৈতিক সংঘর্ষের জেরে জগত্বল্লভপুরের ইছানগরীতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই জগত্বল্লভপুরের তালপুকুর এলাকাতেও ওই দুই দলের সংঘর্ষে চলেছিল গুলি বোমা। তারপর ফের এদিনের ঘটনা।

পাঁচ দফা দাবিতে ১২ঘন্টা বাংলা বনধের ডাক দিল আদিবাসী সেঙ্গল অভিযান,বিধাননগরে ৩১ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি ঃ পাঁচ দফা দাবিতে ১২ঘন্টা বাংলা বনধের ডাক দিল আদিবাসী সেঙ্গল অভিযান। সোমবার সকাল থেকেই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগররে ৩১ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্যরা। অপরদিকে এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিধাননগর থানা,ফাঁসিদেওয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই অবরোধের কারণে রাস্তার দুই পাশে লম্বা লাইন পড়ে যায়। দুঘন্টা অবরোধ থাকার পর পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসের পর অবরোধ তুলে নেন অবরোধ কারীরা।

আটিয়াবাড়ি চা বাগান থেকে খাঁচাবন্দী হল লেপার্ড

আলিপুরদুয়ারঃ অবশেষে বনদফতরের পাতা খাঁচায় খাঁচাবন্দী হল লেপার্ড । আলিপুরদুয়ার জেলার আটিয়াবাড়ি চা বাগান থেকে সোমবার সকালে লেপার্ড খাঁচাবন্দী হল । এদিন সকালে আটিয়াবাড়ি চা বাগানে ১৫ নং সেকশনে বনদফতরের পাতা খাঁচায় একটি পূর্ণবয়স্ক লেপার্ড খাঁচাবন্দী হয় । এদিন সকালে বাগানের শ্রমিকরা খাঁচাবন্দী লেপার্ডকে দেখতে পেয়ে বনদফতরে খবর দেয় ঘটনাস্থলে বনকর্মীরা পৌছে খাঁচাবন্দী লেপার্ডকে উদ্ধার করে রাজাভাতখাওয়া নিয়ে যায় । এই বিষয়ে উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন যাবৎ ধরে আটিয়াবাড়ি চা বাগানে লেপার্ডের উপদ্রব চলছে। এখন ওবধি দুজন শ্রমিক লেপার্ডের হানায় জখম হয়েছে।

সরকারি বিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিয়ে শিশুদের খাতায় অনুদান দিক সরকার বিজয় কুমার শাহ

শিলিগুড়িঃ রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের ৮ হাজার ২০৭ প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হবে। কারণ এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ টিরও কম। এ বিষয়ে শিলিগুড়ির শিক্ষাবিদ ও দার্জিলিন পাবলিক স্কুলের পরিচালক বিজয় কুমার শাহ বলেন, সরকারি স্কুলগুলো বিনামূল্যের এটা একটা ভ্রম। কিন্তু তা নয়, সরকারি স্কুলে ছাত্রপ্রতি সরকার খরচ করে প্রায় ৬,৫০০ টাকা। তিনি মনে করেন, শিলিগুড়িসহ সারা দেশে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের আধিপত্য বাড়ার মধ্যে সরকারি স্কুলের উন্নতির জন্য সরকারি স্কুলকে অনুদান দেওয়া বন্ধ করে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত স্কুলে পরিণত করা উচিত। এর পাশাপাশি শিশুদের শিক্ষা অনুদান সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে দিন। এতে শিশুরা তাদের ইচ্ছানুযায়ী বিদ্যালয়ে ভর্তির অধিকার ও সুবিধা পাবে। পাশাপাশি সরকারি স্কুলে পাঠদান ও শেখার পরিমাণও বাড়বে। এতে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হবে, যা সরাসরি শিশুরা উপকৃত হবে। শিক্ষার মানও বাড়বে।

চার দফা দাবি নিয়ে প্রধানের নিকট স্মারকলিপি জমা বিজেপির

কোচবিহার ঃ চার দফা দাবি নিয়ে প্রধানের নিকট স্মারকলিপি জমা বিজেপির। তুফানগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের শালবাড়ি এক গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় জনগণের স্বার্থে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই স্মারকলিপি দেওয়া হলো বলে জানান বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের দাবি ২০২১ ২২ সালে কলা চাষের বেনি ফিসারিদের এখনো নির্ধারিত সার কীটনাশক ঔষধপত্র দেওয়া হয়নি । কিন্তু জোর করে তাদের কাছ থেকে গগ্ক্ট নেওয়া হচ্ছে।শালবাড়ি এক অঞ্চলের অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গায় **schedule** অনুসারে কাজ করতে হবে এবং নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা চলবে না। সোলার পাম্প পানীয় জল ট্যাঙ্ক না বসিয়ে কেন ৯২৪ নং বুথের পঞ্চায়েত সদস্যের চাষের জমিতে জল দেওয়া হচ্ছে? প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘর দ্রুত বঃটন করতে হবে এবং দুয়ারে সরকারের নাম করে জনগণের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। মোট এই চার দফা দাবি নিয়ে এদিন তারা প্রধানের নিকট স্মারকলি জমা দেয়। এদিন যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন করা হয় বকশিরহাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

আদর্শ যোগ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন, কম খরচে যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণ পাবে যুবক যুবতীরা

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার আদর্শ যোগা সেন্টারের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হলো । সোমবার আলিপুরদুয়ার জংশনের রাম মন্দিরে এই যোগা সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলন করে এই যোগা সেন্টারের উদ্বোধন করেন যোগ বিশেষজ্ঞ শিব হাজরা। এছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওই যোগা সেন্টারের প্রধান সুজিত কুমার দাস। জানা গিয়েছে এই যোগা সেন্টারে এলাকার যুবক যুবতীদের সামান্য খরচে যোগা নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

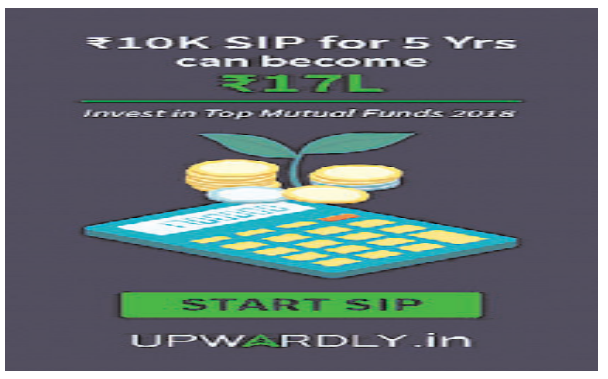

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

স্কুল শিক্ষিকা প্রীতি রায়ের বাঁশির সুরে মুগ্ধ হচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা

জলপাইগুড়ি ঃ স্কুল শিক্ষিকা প্রীতি রায়ের বাঁশির সুরে মুগ্ধ হচ্ছেন বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হলদিবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা। ঘর সংসার ও শিক্ষকতার পেশা সামলেও নিয়মিত সঙ্গীতের তালিম নেন প্রীতি। খুব ছোট থেকে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করলেও ২০১৭ সাল থেকে বাঁশির প্রেমে মজে যান তিনি। এরপর থেকে চলতে থাকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ। যখনই সময় সুযোগ হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাঁশি বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন প্রীতি। মূলত আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা তিনি।

প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে হয়েও নিজের সঙ্গীত সাধনাকে সঙ্গী করেই এগিয়ে চলেছেন শিক্ষিকা প্রীতি রায়। জানান, একবছর আগে কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি এলাকার বাসিন্দা শিক্ষক অসীম রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাঁর। স্থানীয় একটি স্কুলে শিক্ষকতাও করছেন তিনি। প্রীতি জানান, বর্তমানে গুরু পার্থ সরকারের কাছে বাঁশি বাজানোর তালিম নিচ্ছেন তিনি। এরই মাঝে নিজের সহকর্মীদের আবদারে তাদের সন্তানদেরও বাঁশি বাজানো শেখাচ্ছেন সঙ্গীত শিল্পী প্রীতি। শিল্পী প্রীতি আরো জানান, ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরকেউ ফ্রিতে বাঁশির প্রশিক্ষণ দেবেন। পরিবারের লোকজনের ইচ্ছে আরো বড় জায়গায় পৌঁছাক প্রীতি সমস্ত রকমের সহযোগিতা করবেন তারা।

আদিবাসীদের ডাকা ১২ ঘণ্টার বাংলা বন্ধে ব্যাপক সাড়া পড়লো মালদার গাজোলে

মালদা ঃ আদিবাসীদের ডাকা ১২ ঘণ্টার বাংলা বন্ধে ব্যাপক সাড়া পড়লো মালদার গাজোলে। সোমবার সকাল থেকেই গাজোল ব্লকের পান্ডুয়া ও ময়না এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং পাঁচপাড়া এলাকার ৮১ নম্বর জাতীয় সড়ক বিক্ষোভ অবরোধে জেরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ওই দুই এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী সকাল থেকে মোতায়েন করা হয়। আদিবাসীদের পক্ষ থেকে দক্ষিণ দিনাজপুরে দণ্ডি কাণ্ড, পশ্চিমবঙ্গের সরকার দ্বারা প্রদত্ত অ আদিবাসীদের উপর সমস্ত ভুযো শংসাপত্র অবিলম্বে বাতিল করা, শান্তিসীল শিক্ষা ব্যবস্থার সঠিক পরিকাঠামো গঠন করে, শান্তিশীল পঠন পাঠন চালু করা সহ একাধিক দাবি নিয়ে এলিন এই বিক্ষোভ অবরোধ ও বনধ আদিবাসী সংগঠন। গাজোল ব্লক আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান সভাপতি বর্ষা বেসরা জানিয়েছেন, তাদের এই পাঁচ দফা দাবি নিয়ে এদিনের এই আন্দোলন করা হয়েছে। এইগুলি গুরুত্ব দিয়ে প্রযোজনীয় কোন ব্যবস্থা না নিলে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

১২ ঘন্টার বাংলা বনধের ডাক দিয়েছিল আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান সংগঠন

পুরাতন মালদা ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে আদিবাসী মহিলাদের দণ্ডী কাটানো প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে ১২ ঘন্টার বাংলা বনধের ডাক দিয়েছিল আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। তারই অঙ্গ হিসাবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করে আদিবাসী সংগঠন। বাংলা বনধ কর্মসূচি কে সামনে রেখে সোমবার সকালে পুরাতন মালদার আট মাইলের ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের কর্মী সমর্থকরা মিছিল করে অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। দীর্ঘক্ষণ এই অবরোধের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক এবং প্রচুর যানজট হয় ,ফলে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আদিবাসীদের ১২ ঘন্টার বাংলা বনধে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য মোতায়েন করা হয় প্রচুর বিশাল পুলিশ বাহিনী। আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের কর্মী সমর্থকরা ধামসা মাদল, তীর, ধনুক হাতে অবরোধ সামিল হয়। সম্প্রতি, চলতি মাসের ৭ই এপ্রিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে তৃণমূলের এক নেত্রী আদিবাসী তিন মহিলা কে অন্যায়ভাবে জোরপূর্ব দণ্ডী কাটানো হয়েছিল আর সেই ঘটনাই শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক তর্জা। আর সেই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার ১২ ঘন্টার বাংলা বনধের ডাক আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের কর্মকর্তারা। বালুরঘাটে দন্ডী কাটানোর ঘটনা সহ মোট পাঁচ দফা দাবি নিয়ে এই অবরোধ কর্মসূচি।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মোহন হাঁসদা জানান , প্রশাসন যদি কোন পদক্ষেপ গ্রহন না করে তাহলে এই অবরোধ কর্মসূচি চলতে থাকবে। অবিলম্বে ওই লোকটার জন্য ঘটনার মূল অভিযুক্ত নেতা নেত্রীদের দৃষ্টান্তমূলক আমরা শাস্তি চাই নচেৎ আগামী দিনে আরও বৃহৎ আকারে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে আঃেদালন হবে। অবরোধের ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী লক্ষ্য করা যায়।

হাওড়ায় দলের বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি

কলকাতা ঃআগামী ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে আজ হাওড়ায় দলের পদাধিকারীদের নিয়ে বৈঠক করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। এই উপলক্ষে তিনি হাওড়ার পঞ্চাননতলা রোডে দলীয় কার্যালয়ে আসেন। প্রথমেই তিনি ড শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন। সেখান থেকে তিনি দলীয় বৈঠক করতে দলের মুখ্য কার্যালয়ে যান। দলীয় সূত্রের খবর, লোকসভা ভোটের আগে দলের কর্মকর্তাদের নিয়ে এই বৈঠক হবে। যেখানে তিনি দলকে বিভিন্ন নির্দেশ দেবেন লোকসভা ভোটে কিভাবে দল কাজ করবে।

কুশিদায় ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই ১৫ টি দোকান ঘর ও বসতবাড়ি,ক্ষয়ক্ষতি কয়েক লক্ষাধিক

হরিশ্চন্দ্রপুর ঃ ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই একের পর এক দোকানঘর ও বসতবাড়ি।বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে সোমবার দুপুর বারোটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের হোসেনপুর গিদরমারি বাজারে।আর ওই এলাকা ঘিঞ্জি হওয়ায় সেখানে আগুন ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশি সময় লাগেনি।প্রথম দিকে স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগালেও তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি।খবর দেওয়া হয় তুলসীহাটা দমকল অফিসে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন।তবে দমকল পৌঁছানোর আগেই ১৫টির বেশি দোকান আগুনে পড়ে ছাই হয়ে যায় বলে খবর।এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া না গেলেও দুটি গোবাদী পশু পুড়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছে। সিগারেটের আগুন থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে বলে প্রাথমিক অনুমান স্থানীয়দের।স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন,আজ দুপুর বারোটা নাগাদ প্রথমে একটি দোকানে আগুন দেখা যায়।পরবর্তী সময়ে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে বেশ কয়েকটি দোকান ও বসতবাড়িতে।ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা।বড় আকার নিয়েছিল আগুন।অল্পের জন্য রক্ষা পেল দুইটি গ্রাম।জানা যায়,এই বাজারে ছিল চায়ের দোকান,মুদির দোকান,ওষুধের দোকান ও ফার্নিচারের দোকান সহ বসতবাড়ি।বিধ্বংসী আগুনে দোকানঘরগুলি পুড়ে কাঠকয়লায় পরিনত হয়েছে। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো।ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় কোটি টাকার বেশি বলে অনুমান।

সকাল থেকে টানা অবরোধের ৪২০ মিনিট পরে তুলে নেওয়া হল অবরোধ

উত্তর দিনাজপুর। আদিবাসীদের ডাকা সারা রাজ্য জুড়ে ১২ ঘণ্টা বনদের প্রভাব অবশেষে ৭ ঘন্টায় অবরোধ তুলে নেওয়া হল। উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় সাথে সাথে চোপড়া ব্লকের চোপড়া, কালাগঞ্জ, তিন মাইল, সোনাপুরে ৩১নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে আদিবাসীরা। সারা রাজ্যের সাথে সাথে এককভাবে বন্ধের প্রভাব পড়ে বিভিন্ন জেলায়। সকাল সাতটা থেকে বন্ধের প্রভাব পড়ে দুপুর ২ টায় অবরোধ তুলে নেয় আদিবাসী সংগঠন আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান। দীর্ঘদিন ধরে ঘটে যাওয়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আদিবাসী জনজাতিদের নিয়ে কটুক্তি এবং তাদেরকে দন্ডি কাটানোর কারণেই বনদ্ ডেকেছে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান। আদিবাসীরা মূলত তাদের পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে সারা রাজ্যে ১২ ঘঃটা বনধ ডেকেছে। সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া আদিবাসী তিন মহিলা কে দণ্ডী কাটানো, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি মাননীয় দ্রোপদী মুরমু মহাশয়াকে কালো কুশিৎ বলে কুরুচিকর মন্তব্যের জের এবং চোপড়ায় বাগান বনধের ঘটনায় আদিবাসীদের ওপর গুলি চালানোসহ পাঁচ দফার দাবিকে কেন্দ্র করেই এই ধর্মঘট। তবে আজকের এই ধর্মঘট এককভাবে প্রভাব পরতে দেখা যায়। রাস্তায় নেমে আদিবাসীরা অবরোধ করে এবং পুলিশ সেখানে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। পুলিশ প্রশাসনের সামনেই কিন্তু রাস্তা অবরোধ করে আদিবাসীরা। অবশেষে তারা দুপুর ২টার সময় একটি ডেপুটেশন জমা দিয়ে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয়।

ডাঃ পিডি ভুটিয়া বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবসে রোগীদের জন্য বার্তা দিয়েছেন

শিলিগুড়ি ঃআজ বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস।দিন প্রতিদিন যেভাবে বিশ্বের আবাদী বেড়ে যাচ্ছে তার পাশাপাশি দেখতে গেলে এই রোগটাও ঠিক দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে।হিমোফিলিয়া হল একটি জেনেটিক রোগ যাতে রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমে যায়, যা সামান্য আঘ

ঈদ কেবল উৎসব নয়, ভারতের ইতিহাস

কলকাতা ঃ পাঠ্যপুস্তক থেকে ইতিহাস যতই ছেঁটে ফেলা হোক, ভারতীয় সংস্কৃতি বদলে দেওয়া তত সহজ নয়।

চীনা কাগজের চেন আর থোকা থোকা ঝুলন্ত লম্ফ আকাশ ঢেকে দিয়েছে। আলোর মায়ায় চাঁদ আর তারা। জামা মসজিদের প্রতিটি থাম সোনালি আলোয় আগুনের মতো জ্বলছে। আর মসজিদের গম্বুজের ঠিক উপরে ফালি চাঁদে কাস্তের ধার। শাহী ইমাম মিনিটখানেক হলো আকাশ দেখে ইদের ঘোষণা দিয়েছেন, আর তাতেই উল্লাসের জোয়ার জামা মসজিদের সিঁড়ি বেয়ে মিনা বাজারের কাবাব, শরবতি পেরিয়ে, রাজপথ পার করে লালকেল্লার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে চাঁদনি চকের গলিতে। সেখানে জমকালো শেরওয়ানি আর লহেঙ্গার দোকানে তিল ধারণের জায়গা নেই। শেষ মুহূর্তের ইদের বিকিকিনি চলছে জোর কদমে।

এ দৃশ্য দেখতে দেখতে কল্পনার স্রোত পৌঁছে যায় কয়েকশ বছর পিছনে। মুঘল বাদশা নিশ্চয় ওই লালকেল্লার পাঁচিলের ধারে অপেক্ষা করতেন শাহী ইমামের ঘোষণার জন্য। তারপর ঠিক এই পথ বেয়েই তো সম্রাট আর তার রানিদের কনভয় পৌঁছাতো মিনা বাজারে। ঘণ্টাঘরের পাশে সম্রাটের হাতি পেতো জিলিপি। আর রানিরা একে একে দেখে নিতেন গয়না, কাপড়, খাবার.... মশালের আলোয় ইদের দিন তখনো ঠিক এভাবেই নিশ্চয় জ্বলে থাকতো শাহী জামা মসজিদ, একফালি চাঁদ মাথায় নিয়ে।

ইদের এই অভূতপূর্ব উৎসবের নাম ভারতবর্ষ। জামা মসজিদের ওই প্রতিটা গম্বুজ আসলে ভারতবর্ষ। মতি মহলের রাস্তায় পুরনো দিল্লির কাবাব আসলে ভারতবর্ষ। মিনা বাজারের শরবত ই মোহাব্বত আসলে ভারতবর্ষ। লালকেল্লার গ্রানাইটের প্রতিটি পাথর আসলে দীর্ঘ ভারতীয় সভ্যতার এক জীবন্ত ইতিহাস।

রাজা বদলায়, বদলায় শাসকের চরিত্র। কিন্তু এই ইতিহাস মুছে ফেলা যায় না। পাঠ্যপুস্তক থেকে মুঘল ইতিহাস সরিয়ে দিয়ে একটি প্রজন্মকে কেবল অর্ধশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলা যায়। কিন্তু তাতে ইতিহাসের রোশনাই স্তব্ধ হয় না। আর হয় না বলেই, আজও জামা মসজিদের সিঁড়িতে বসে এক আশ্চর্য, অভূতপূর্ব ইতিহাস চাক্ষুস করা যায়, অনুভব করা যায়। বোঝা যায়, শাসক যাই বলুক, ইতিহাসের ঐতিহ্য খতম করে দেওয়া যায় না। সেই সাবেক কাল থেকে যে প্রথায়, যে আচারে ইদ পালন হয়েছে মুঘল শাহজাহানাবাদে, এখনো সেই ঐতিহ্য অব্যাহত।

মুঘলের দিল্লি থেকে এবার পা বাড়ানো যাক নবাবি কলকাতায়। বন্দরের ধারে নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলি। আর অন্যদিকে নাখোদা মসজিদের রোশনাই। এদিকে জোড়াসাঁকো, মার্বেল প্যালেসের সাবেকিয়ানা, ওদিকে চিৎপুর রোডের খাবারের পসরা। রমজান শুরু মানেই নাখোদা পার্শ্ববর্তী জাকারিয়া স্ট্রিটে গাড়ি চলাচল বন্ধ। রাস্তার উপর উনুন বানিয়ে হালিম। কাঠ কয়লার আগুনে সুতোকাবাব, সুদূর আগ্রা থেকে এসেছেন মিষ্টির বিক্রেতা। শরিমলে শুকনো ফল লাগাচ্ছেন দিল্লির রাঁধুনি।

দিল্লির জামা মসজিদ ছেড়ে কলকাতায় কেন? সাংবাদিকের প্রশ্নে বিরক্ত রাঁধুনির জবাব, এসব উত্তর পেতে হলে চার পুরুষ আগে যেতে হবে। সেই তখন থেকে পবিত্র রমজানে আমাদের গোটা পরিবার জামা থেকে নাখোদায় এসে পসার সাজায়।

সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। সেই ট্র্যাডিশন মেনেই আজও মশলার গোপন তালিকা ঘেঁটে ওয়াজেদ আলি শাহের পরিবার হালিম বানায়। মনজিলাত ফতেমার সেই হালিম খাওয়ার জন্য আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখতে হয়। আজও ইদের দিনে ওয়াজেদ আলির সঙ্গে আসা পানওয়ালার উত্তরসূরি স্পেশাল নবাবি পান বানান। আজও টিপু সুলতান মসজিদের পাশে বৃদ্ধ কাবাবওয়ালা রুটিতে জড়িয়ে দেন স্নেহের ছোঁয়া। আজও ইদের দিনে বাল্যবন্ধু আতহারের মা ফোন করে জানিয়ে দেন, সারাদিনের খাওয়াদাওয়া কাকিমার হেফাজতে। গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এই নিয়ম চলে আসছে, কলকাতার ইতিহাসের ট্র্যাডিশন মেনে।

মন্ত্রিসভায় কারা থাকবেন, ঠিক করে দিতেন গুপ্ত ভাইয়েরা

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার তিনটি বড় কোম্পানির আড়ালে অর্থ পাচার করা হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতিতে আলোচিত গুপ্ত পরিবারের দুই সদস্য রাজেশ গুপ্ত ও অতুল গুপ্ত ওই তিন কোম্পানিকে কাজে লাগিয়ে দেশটির রাষ্ট্রীয় সম্পদ দখল করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমা ২০০৯-১৮ মেয়াদে প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর আমলে বিতর্কিত এই দুই ভাইয়ের উত্থান। তাঁর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে গুপ্ত পরিবারের বিরুদ্ধে প্রকল্প বাগিয়ে নেওয়া, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার, মন্ত্রিপরিষদে নিয়োগ প্রভাবিত করা ও রাষ্ট্রীয় তহবিল তছরুপের অভিযোগ উঠেছে। আলজাজিরার ইনভেস্টিগেটিভ ইউনিট (আইইউনিট) অর্থ পাচারে ব্যবহৃত তিনটি কোম্পানির তথ্য সামনে এনেছেন।

ওই তিন কোম্পানি হলো ভারলোজোন, জকুবাইট ও কোরাল জেনারেল ট্রেডার্স। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার এ বিষয়ে তদন্ত করতে 'জোন্ডো কমিশন' নামে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে। দক্ষিণ আফ্রিকার অল্প কিছু ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদদের রাষ্ট্রীয় সম্পদকে হাতিয়ে নেওয়া ও প্রতারণার বিষয়টি তদন্ত করছে ওই কমিশন।

জোন্ডো কমিশনের নিয়োগ দেওয়া তদন্ত কর্মকর্তারা এসব কোম্পানি ব্যবস্থাপনায় কারা জড়িত বা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাচার করা অর্থ গুপ্ত ভাইদের পক্ষে কারা নিয়ে গেছেন, তা বের করতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

তবে আলজাজিরা দাবি করেছে, তাদের কাছে যে নথি আছে, তাতে ভারলোজোন, জকুবাইট ও কোরাল জেনারেল ট্রেডার্সের পেছনে যে ব্যক্তি রয়েছেন, তাঁকে শনাক্ত করা যায়। তাঁর নাম মোহাম্মেদ খান। তিনি মো ডলারস নামেও পরিচিত। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থ পাচারকারী হিসেবে অধিক পরিচিতি।

মোহাম্মেদের ভাই ও হুইসেলব্লোয়ার দাউদ খান বলেন, মোহাম্মেদ খানের মাধ্যমেই অর্থ পাচার করা হয়েছে।

'রাষ্ট্র দখল' হলো দুর্নীতির একটি রূপ, যেখানে একটি ক্ষুদ্র দল ব্যক্তিগত লাভের আশায় রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে। প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার অধীনে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান সরকার গুপ্ত পরিবারের দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে জুমা সরকারের সময় নানা দুর্নীতি করে রাষ্ট্রীয় তহবিল তছরুপের অভিযোগ রয়েছে। গত বছরের জুনে সংযুক্ত আরব আমিরাতে গ্রেপ্তার হন ওই দুই ভাই। তবে গত সপ্তাহে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পক্ষ থেকে ওই দুই ভাইকে প্রত্যার্পণে দক্ষিণ আফ্রিকার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

তবে গুপ্তদের এই মামলায় মোহাম্মেদ খানকে শনাক্ত করার ব্যাপারে নতুন তথ্য মিলতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকায় 'গোল্ড মাফিয়া' নামের চার পর্বের ধারবাহিকে অর্থ ও সোনা পাচার নিয়ে গুপ্ত পরিবারের দুর্নীতির নতুন এ সূত্র পাওয়া যায়।

রাষ্ট্র দখল, দুর্নীতি ও গুপ্তদের প্রতারণা নিয়ে তদন্ত করতে ২০১৮ সালে জোন্ডো কমিশন গঠিত হয়। এর আগে বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষমতাসীন দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমা পদত্যাগ করেছিলেন। দুর্নীতির বিস্তর অভিযোগ ওঠার পর তাঁর ওপর পদত্যাগের চাপ বাড়ছিল।

জুমার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ, তিনি ব্যবসায়ীদের রাজনীতিতে নাক গলানোর সুযোগ করে দিয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর 'আশকারাতেই' গুপ্ত পরিবার রাজনীতিতে বেপরোয়া হস্তক্ষেপ করেছে। জুমার পদত্যাগের পর জোহানেসবার্গের গুপ্তবাড়িতে তল্লাশিও চালায় পুলিশ।

১৯৯৩ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরের তিন ভাই অজয় গুপ্ত, অতুল গুপ্ত ও রাজেশ ওরফে টনি গুপ্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবসা শুরু করেন। দেশটির ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের সঙ্গে পরিবারটির ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ্যে আসে ২০১৩ সালে।

অভিযোগ ওঠে, কাকে কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে, আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়ে তাও ঠিক করে দিত গুপ্ত পরিবার। এমনকি কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্রের আলোচিত 'ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির' আদলে বিষয়টিকে 'গুপ্তগেট' বলে ডাকতে শুরু করেন। গুপ্তদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা দেশটির বিভিন্ন চুক্তি পেতে শুরু করে। এ কাজে তারা রাজনীতিবিদদের ঘুষ দেওয়া, প্রভাব খাটানোর মতো নানা কাজ শুরু করে। তাদের প্রভাব এতটাই ছিল যে ২০১৩ সালে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ভারত থেকে কয়েক শ অতিথিকে আনতে দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক বিমানবন্দর ব্যবহার নিয়ে দেশটিতে বিতর্কের জন্ম দেয়।

তারা রাষ্ট্র দখলের মাধ্যমে যে অর্থ কামিয়েছিল, তা কয়েকটি কোম্পানির নেটওয়ার্ক গড়ে উধাও করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এর মধ্যে তদন্ত উঠে আসা ওই তিন কোম্পানিও ছিল। তদন্তকারীরা তাদের এই কোম্পানিগুলোর নাম দিয়েছে 'স্পাইডার ওয়েব' বা মাকড়সার জাল।

জোন্ডো কমিশনের নিয়োগ করা এক কর্মকর্তা হলেন পল হোল্ডেন। তিনি অর্থ পাচার প্রতিরোধবিশেষজ্ঞ। তিনি আলজাজিরাকে বলেন, 'আমরা রাষ্ট্র দখল থেকে এই নেটওয়ার্কে অর্থ আসার প্রক্রিয়াটি বোঝার চেষ্টা করছিলাম। আমরা জানতাম, কোনো নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেই এই অর্থ যাচ্ছে। কমিশন যখন গুপ্তদের ভারলোজোন থেকে দুবাইভিত্তিক কোম্পানি গ্রিফিন লাইন জেনারেল ট্রেডিংয়ে অর্থ যেতে দেখে, তখনই একটি পরিষ্কার সূত্র পাওয়া যায়।'

গ্রিফিন লাইন জেনারেল ট্রেডিংয়ের নিয়ন্ত্রণ ছিল গুপ্তদের হাতে। তবে ভারলোজোন কোম্পানিকে দেখানো হতো শাহ বুখারি নামের একজনের মালিকানায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোম্পানি চালাতেন খান। অর্থ পাচারকারী হিসেবে পরিচিত খান সিগারেট খাতের ডন ও সোনা পাচারকারী সিমন রুডল্যান্ডের হয়ে কাজ করেছেন। তিনি তাঁকে ১০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি পাচারে সহযোগিতা করেছেন। এ ছাড়া খান দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তাকে ঘুষ দিয়ে অর্থ পাচারে সহযোগিতায় রাজি করিয়েছিলেন।

আলজাজিরার হাতে আসা নথি অনুযায়ী, বিভিন্ন কোম্পানি ঘুরে অর্থ ভারলোজোন ও জকুবাইটের অ্যাকাউন্টে জমা হতো। ভারলোজোনের ১৮ লাখ মার্কিন ডলার ৬ মাস ধরে বিভিন্ন অফশোর কোম্পানিতে পাঠায়। কোরাল জেনারেল ট্রেডার্স মূলত অর্থ জমাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করত। বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে আসা অর্থ এখানে সাময়িকভাবে রাখার পর বিভিন্ন দেশের কোম্পানিতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। বিদেশে অর্থ পাচারে 'মার্চেন্টিং' নামের একধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এর মাধ্যমে ভুয়া ইনভয়েস তৈরি করে বিভিন্ন পণ্য আমদানির আগাম অর্থ পরিশোধ দেখানো হয়। ইনভয়েস তৈরি করলেও অর্থের বিপরীতে কোনো পণ্য পাঠানো হয় না। এ ক্ষেত্রে পণ্য পাঠানো ও পণ্য প্রেরণ বা অর্থ গ্রহণের ব্যক্তি একজনই। এ ধরনের ইনভয়েসগুলো পাঠানো হতো হংকংভিত্তিক কিছু কোম্পানির নামে। এগুলোর মালিকানা ছিল খানের।

যে তিন কোম্পানি অর্থ পাচারে জড়িত, তারা অর্থ পাঠিয়েছে সাসফিন ব্যাংকের মাধ্যমে। এ ব্যাংকের কর্মীদের ঘুষ দিয়ে সবকিছু ঠিকঠাক করে রাখা হয়। এই কর্মীদের একজন হলেন হুসেইন চুনারা। তিনি ওই সময় সাসফিন ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন।

খানের সঙ্গে হুসেইন চুনারার হোয়াইটসঅ্যাপে কথোপকথন তাঁদের অর্থ পাচারের প্রমাণ দেয়। মোহাম্মেদ খানের ভাই দাউদ খান বলেন, অর্থ পাচারকারীরা তিনটি কোম্পানিকে বিনিময়যোগ্য হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল। তিনটি কোম্পানি একটি হিসেবে ভূমিকা পালন করত।

আলজাজিরা মোহাম্মেদ খানের সঙ্গে কথা বলেছে। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, এসব মিথ্যা। অনুমানের ওপর ভিত্তি করে অভিযোগ করা হয়েছে। যেসব প্রমাণের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো বিকৃত করা। অর্থ পাচার, ঘুষের সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট নন। কখনো গুপ্তদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি।

গ্রিফিন লাইন ট্রেডিং অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, গুপ্ত ভাইয়েরা এই কোম্পানির মালিকানায় নেই। মোহাম্মেদ খানের সঙ্গেও তাদের সংশ্লিষ্টতা নেই। জোন্ডো কমিশনের যেসব অভিযোগ, তার সঙ্গেও তারা সংশ্লিষ্ট নয়। সিমন রুডল্যান্ডও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। প্রতিবেদনে অন্য যাঁদের নাম এসেছে, তাঁরা আলজাজিরার অনুরোধে সাড়া দেননি।

জাতিসংঘে একাত্তরের গণহত্যার চিত্র প্রদর্শনী প্রসঙ্গে পাকিস্তানি গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য সত্য নয় ঃ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

নিউ ইয়র্ক ঃ নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বাংলাদেশ মিশনের উদ্যোগে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চালানো গণহত্যার ছবি নিয়ে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনী প্রসঙ্গে পাকিস্তানের গণমাধ্যমে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্য নয় বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, জাতীয় গণহত্যা দিবস ২০২৩ উপলক্ষে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বাংলদেশ মিশন কর্তৃক আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীটি জাতিসংঘ সদর দপ্তরের পূর্ণ সহযোগিতায় এবং প্রতিষ্ঠানটির সকল নিয়ম মেনেই আয়োজন করা হয়েছে। অতএব 'নিয়ম না মেনে বা ইতিহাস বিকৃত করে প্রদর্শনী আয়োজন করায় জাতিসংঘ প্রদর্শনী বন্ধ করে এবং বিতর্কিত ছবিগুলো নামিয়ে ফেলে' বলে যে দাবি করা হয়েছে তা সত্য নয়, বরং নিতান্তই বানোয়াট। বৃহস্পতিবার (২০ এপ্রিল) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। এ চিত্র প্রদর্শনী বিষয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের সহকারী মুখপাত্র ফারহান হক ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, আমাদের সকল প্রদর্শনীই চলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এবং এই প্রদর্শনীয়ও তাই ছিল।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির পর এবারই প্রথম জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ১৯৭১ সালে গণহত্যার শিকার শহীদদের সম্মানে এ ধরনের চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। (বাংলাদেশের) পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক, প্রবাসী বাংলাদেশি ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ২৯ মার্চ প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন। তিন দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী ১৯৭১ সালের গণহত্যা বিষয়ে জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশ্বাস করে। বিবৃতিতে বলা হয়, ঐতিহাসিক এই আয়োজন সফল করতে সকল সহযোগিতা প্রদানের জন্য জাতিসংঘের বাংলাদেশ মিশন ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বিবৃতি আরও উল্লেখ করা হয়, ১৯৭১ সালের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নানামুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

৪ এপ্রিল পাকিস্তানের কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় ঃ পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, তাদের অভিযোগের পর জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের সদর দপ্তর প্রাঙ্গণে আয়োজিত একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী অবিলম্বে বন্ধ করে দিয়েছে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন ওই ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করে। পাকিস্তানের অভিযোগ, ওই ছবির প্রদর্শনীতে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের এক তরফা ও বিতর্কিত বর্ণনা ছিল। গণমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র মমতাজ জাহরা বালোচ বলেছেন, তথাকথিত ছবির প্রদর্শনীটি জাতিসংঘে ১৯৭১ সালের ঘটনাকে একতরফা ও বিতর্কিত বর্ণনা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছিল। তিনি আরও বলেন, ইতিহাসের ভুল উপস্থাপনা এবং জাতিসংঘের নিয়ম না মেনে আয়োজন করার কারণে চিত্র প্রদর্শনীটি অবিলম্বে বন্ধ করা হয়। আমরা এ ব্যাপারে জাতিসংঘের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করি। তিনি বলেন আমরা বিশ্বাস করি যে, ১৯৭১ সালের ঘটনাগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাগুলো ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের তৎকালীন নেতৃত্বের মধ্যে একটি চুক্তির মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছিল। পাকিস্তান বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের ব্যাপারে আন্তরিক'। এই প্রদর্শনী প্রসঙ্গে আরও তথ্য জানার জন্য ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে বারবার নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশে ঈদ ঃ এখন এবং তখন

ঢাকা ঃ আজকের বাংলাদেশে যে ঈদ উদযাপন তা মূলত মোগল আমলেরই উত্তরাধিকার বহন করছে। তবে তার চেহারায় বদলও কিন্তু কম নয়। ঘরে আর বাইরে মেলে সেই বদলের দেখা। রাজধানী ঢাকার হাইকোর্টে জাতীয় ঈদগাহ। ঈদের দিন সকাল সাড়ে আটটায় সেখানে ঈদুল ফিতরের নামাজের প্রধান জামাত হবে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি)'র ব্যবস্থাপনায় এই ঈদগাহে একই সাথে ৩৫ হাজার মানুষ নামাজে অংশ নিতে পারবে। তবে রাষ্ট্রপতি এই জামাতে অংশ নেবেন এমন প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন ডিএসসিসি মেয়র ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস। রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিত্ব ছাড়াও অনেক মন্ত্রী আসেন জাতীয় ঈদগাহে। ঢাকা শহরের ৪০০ বছরের ইতিহাস ফিরে দেখা যায়, এই ধারার সূচনা মোগল আমলে। সুবা বাংলার রাজধানী শহরে তখন প্রধান জামাতে হাজির হতেন সুবাদার, নায়েবে নাজিম ও তাদের পারিষদ। ১৬৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত সেই শাহী ঈদগাহ ধানমন্ডিতে টিকে আছে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তালিকাভূক্ত পুরাকীর্তি হিসেবে। প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে এবার সেখানে হবে ৩৮৩তম ঈদের জামাত। তবে দেশের সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত ঢাকায় নয়, প্রায় ২০০ বছর ধরে সেটা হয়ে আসছিল কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায়। হালে তাকে আবার টেক্কা দিয়েছে দিনাজপুরের গোরএ শহীদ ময়দান। এবার সেখানে ছয় লাখের বেশি মুসল্লি আসবেন এই আশা করছেন আয়োজকরা। বর্তমান জাতীয় ঈদগাহের আগে ঢাকা শহরে ঈদ জামাতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম (তখনকার ঢাকা স্টেডিয়াম) এলাকার খোলা মাঠ। এ বিষয়ে বিবরণ পাওয়া যায় সৈয়দ আলী আহসানের 'ষাট বছর আগের ঢাকা' বইয়ে। তিনি সেই ঈদগাহে আসার স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে ''সকাল বেলা থেকেই ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে এলাকাবাসী পুরুষরা নতুন নতুন পোশাক পরে বিরাট নিশান বহন করে ঢোল বাজাতে বাজাতে মিছিল করে ঈদের ময়দানে উপস্থিত হতো।'' ঈদের জামাতে সাধারণত পুরুষরাই যান। তবে কোনো কোনো ঈদগাহে নারীদের জন্যও আলাদা ব্যবস্থা থাকে। যতটা জানা যায়, ঢাকায় প্রথম নারীদের ঈদের জামাত হয়েছে ব্রিটিশ আমলে। এ প্রসঙ্গে 'ঢাকার ইতিবৃত্ত ঃঐতিহ্য ও সংস্কৃতি' বইয়ে মোহাম্মদ আবদুল কাইউম লিখেছেন ''১৯৩৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ইমামতিতে কার্জন হলে মহিলাদের প্রথম ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। শোনা যায়, মহিলাদের জামাতে ইমামতি করতে তখন কেউ রাজি হননি।'' ঈদ জামাত ঘিরে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে যে আনুষ্ঠানিকতা তা মোগল ঐতিহ্য বহন করছে বলে মনে করেন বাংলাদেশের উৎসবপার্বণ গবেষক ইমরান উজজামান। তিনি বলেন, ''বাংলাদেশে ঈদ উৎসবের যে প্রচলন, তা মূলত মোগল আমল থেকে শুরু। সাম্রাজ্য বিস্তারে মোগলরা যেদিকে যেতেন, সেখানে যদি ঈদের সময় ঘনিয়ে আসতো, তখন তারা ঢাক পিটিয়ে এলাকাবাসীকে জানিয়ে দিতো কোথায় ঈদের জামাত হবে। মোগলদের বড় কোনো কর্মকর্তা সেখানে উপস্থিত থাকবেন, তাও ফলাও করে প্রচার করা হতো। এটাও ছিল একটা আকর্ষণীয় বিষয়।'' ঈদ উৎসবের সাথে লোকজ সংস্কৃতি কতটা সম্পৃক্ত এমন প্রশ্নে 'রঙ্গে ভরা বঙ্গ'র প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ইমরান উজজামান বলেন, ''বাংলাদেশে যেসব লোকমেলা রয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে মন্দির ও হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সম্পর্ক বেশি। মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবে একমাত্র মেলা বসতো চকবাজারে, যেটা তখন ঈদ মেলা নামে পরিচিত ছিল। ঢাকা ও আশপাশের লোকশিল্পীরা সারাবছর এই মেলার জন্য অপেক্ষায় থাকতেন। তাদের পণ্য এখানে এনে বিক্রি করতেন। ঈদুল ফিতরের আগে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দুটি কমিটির ব্যস্ততা থাকে। এর একটি জাতীয় সাদাকাতুল ফিতর নির্ধারণ কমিটি। অন্যটি জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি। ফিতরা নির্ধারণ কমিটি এরই মধ্যে তার কাজ শেষ করেছে। তাদের ঘোষণামতে, এবার ফিতরা জনপ্রতি সর্বোচ্চ দুই হাজার ৬৪০ টাকা ও সর্বনিম্ন ১১৫ টাকা। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রথমবারের মতো ঘোষিত ফিতরা ছিল দুই টাকা। দুই টাকা থেকে ১১৫ টাকায় যে উল্লম্ফন তা থেকে মূল্যস্ফীতির একটি পরিসংখ্যান সহজেই বের করা যায়। কারণ, ভোগ্যপণ্যের দাম তুলনা করেই ফিতরা নির্ধারিত হয়। এদিকে চাঁদ দেখা কমিটির দিকে দুটি বিষয়ে তাকিয়ে থাকে বাংলাদেশের মানুষ। রমজানের চাঁদ দেখা গেছে কিনা তাদের সেই ঘোষণা জেনে রোজা পালন শুরু করতে হয়। ঈদের চাঁদ নিয়েও এ কমিটির ঘোষণাই শেষ কথা। তবে চাঁদপুরসহ দেশের কিছু এলাকার মানুষ আবার বাংলাদেশ নয়, সৌদি আরবের সরকার ঘোষিত চাঁদ দেখার সঙ্গে মিল রেখে উদযাপন করে থাকেন। চাঁদ দেখতে কমিটি বসলেও জনসাধারণ ২৯ রোজার ইফতার সেরে আকাশে চাঁদ দেখার চেষ্টা করে। মসজিদগুলোর মিনারে উঠে আকাশে চাঁদের খোঁজ করে শিশুকিশোররা। বিশ শতকের আশিনব্বই দশকে ঢাকা শহরে ছাদে ছাদে চাঁদ দেখতে ভিড় লেগে যেতো। এখন আকাশের চেয়ে সবাই বেশি নজর রাখে টিভিতে কিংবা অনলাইন সংবাদমাধ্যমে। সেই সুবাদারি আমলে, নবাবি আমলে এমন ব্যবস্থা ছিল না। তখন চাঁদ দেখা গেলে ঢাকায় তোপধ্বনি করা হতো। সেই শব্দে অনেকেই ঈদের দিন সম্পর্কে ধারণা পেতেন। নবাবদের ঢাকায় চাঁদ দেখার চেষ্টা হতো আহসান মঞ্জিল থেকে। কেউ কেউ বুড়িগঙ্গার বুকে নৌযানে চেপে যেতেন আকাশটা ঠিকঠাক চোখের নাগালে আনতে। তবে সেকালে ঈদের চাঁদের চেয়েও রমজান মাসের চাঁদ নিয়ে বেশি উচ্ছ্বাস দেখা যেতো। সেই সময়ের সমাজসংস্কৃতি বিষয়ক বইয়ে তার প্রমাণ মেলে। 'উনিশ শতকের ঢাকার সমাজজীবন' গ্রন্থে আবু যোহা নুর আহমদ লিখেছেন ''সেকালে রমজানের চাঁদ দেখার জন্য আহসান মনজিল, বড় কাটারা এবং হুসনি দালানের ছাদে ছেলে, যুবক, বৃদ্ধ দলে দলে যাইয়া দাঁড়াইত।'' ঈদ এলে ঘরে ঘরে যে আনন্দ, তার প্রকাশ থাকে পোশাকেআশাকে, খাবারদাবারে। দোকানমালিক সমিতির তথ্য তথ্যানুসারে, এই কারণে ঈদকে কেন্দ্র করে লেনদেন হতে পারে এক লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার। তবে ঈদকে সামনে রেখে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি জমজমাট থাকে পোশাকের বাজার। তৈরি পোশাক ও থান কাপড়ের অন্যতম বৃহৎ পাইকারি মার্কেট রাজধানী ঢাকার ইসলামপুরে। প্রাপ্ত তথ্যমতে, ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার বেচাবিক্রি হয়ে থাকে এই মার্কেটে। আর্থিক টানাপড়েন পেরিয়ে ঈদের দিন সবাই নতুন পোশাক পরার চেষ্টা করেন। এটা ঈদ উৎসবের অন্যতম একটি অনুষঙ্গ। হালে তাই তৈরিপোশাকের বাজারে যে ভিড় জমে থাকে, এটা আগে ছিল থান কাপড়ের দোকানে এবং দর্জিপাড়ায়। এই পরিবর্তন নিবিড়ভাবে দেখেছেন ঢাকার সমাজ ও লোকসংস্কৃতি গবেষক শায়লা পারভীন।

সম্পাদকীয়

ভারতে জনগণনা বন্ধ কিন্তু জাতিসংঘ বলছে দেশটি এ বছরই চীনকে ছাড়াবে

চলতি বছরের মাঝামাঝি নাগাদ ভারত জনসংখ্যায় চীনকে ছাপিয়ে যাবে বলে জাতি সংঘের সর্বশেষ তথ্য জানাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা ঠিক কত তা কি কেউ জানে কারণ গত ১২ বছর ধরে সেদেশে জনগণনাই হয়নি। ভারতে প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনা হয়ে আসছে ১৪০ বছর ধরে। কিন্তু ২০১১ -র পরে ২০২১ সালে সেই জনগণনা আর হয় নি। করোনা সংক্রমণের কারণ দেখিয়ে জনগণনা পিছিয়ে দেওয়া হয় যদিও নির্বাচন থেকে শুরু করে বড় বড় জমায়েত সবই হচ্ছে। এখন বলা হচ্ছে ২০২৪ সালে জনগণনা হতে পারে। জাতিসংঘের অধীন ইউএনএফপিএ আভাস দিচ্ছে এ বছর জুন মাস নাগাদ ভারতের জনসংখ্যা হবে ১৪২ কোটিরও বেশি, যা চীনের জনসংখ্যার থেকে ২৯ লক্ষ বেশি। তবে জনগণনা না হওয়ার কারণে এই সংখ্যা নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি আছে। আর সেই গরমিলের কথা স্বীকার করেছে জাতিসংঘও। বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জাতিসংঘের পপুলেশন এস্টিমেটস এন্ড প্রোজেকশানের প্রধান প্যাট্রিক গেরল্যান্ড বলছেন, ভারতের বাস্তব জনসংখ্যা কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্যের ওপরে ভিত্তি করে একটা অনুমান মাত্র।

প্রকৃত, সরকারী তথ্য তো ভারত থেকে পাওয়া যায় নি, মন্তব্য মি. গেরল্যান্ডের। ভারতে প্রথমবার জনগণনা হয়েছিল ১৮৮১ সালে। তারপর থেকে প্রতি দশ বছরে একবার করে জনগণনা করা হয়। প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা, পাকিস্তান আর চীনের সঙ্গে দুবার যুদ্ধ - কোনও সময়েই জনগণনা বন্ধ করা হয় নি। ২০১৯ সালে জনগণনার প্রাথমিক কাজ শুরুও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ২০২০ সালের গোড়ায় করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পরে গেজেট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তা স্থগিত করা হয়। জনগণনার তথ্যে যে শুধু জনসংখ্যা থাকে তা নয়। দেশের প্রতিটা বাড়িতে গিয়ে সংগ্রহ করা তথ্য থেকে তাদের আয়, শিক্ষা, সাক্ষরতা, সম্পত্তি, স্বাস্থ্য - সবকিছুর তথ্য থাকে। সেই তথ্যের ওপরে ভিত্তি করেই কোথায় কত স্কুল বা হাসপাতাল দরকার, বাজেটে কোন খাতে কত অর্থের সংস্থান রাখা দরকার সেসব যেমন নির্ধারিত হয়, তেমনই জনগণনার তথ্যের ওপরে ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয় সংসদীয় আসনের সীমানাও। তবে জনসংখ্যার একটা প্রোজেকশান সরকার থেকে প্রকাশ করা হয়েছে, যার ভিত্তিতেই সব পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে ভারতে। বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করেন যে জনগণনা তথ্যের ওপরে ভিত্তি করেই সরকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ করে, তাতে অর্থের সংস্থান করে। কিন্তু নিখুঁত সরকারী তথ্য না থাকায় সেই সব পরিকল্পনাতে ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অর্থনীতিবিদ প্রসেনজিত বসুর কথায়, আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনগণনা না হওয়া একটা সমস্যা তো বটেই। কিন্তু সরকার একটা উপায় বার করেছে, জনসংখ্যার একটা প্রোজেকশান করা হয়েছে। সব সরকারী কাজ এখন সেটার ওপরে ভিত্তি করেই চলছে। কিন্তু জনগণনায় যত বিস্তারিত তথ্য থাকে দেশের মানুষের সম্বন্ধে, তা তো আর ওই প্রোজেকশানে নেই। সেখানে শুধু নারী পুরুষ আর মোট জনসংখ্যার তথ্য দেওয়া আছে। বিস্তারিত জনগণনার তথ্যে যেমন তপশীলি জাতি, উপজাতি, অন্যান্য পিছিয়ে থাকা শ্রেণী ইত্যাদির নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়, এই প্রোজেকশানে সেসব নেই, বলছিলেন প্রসেনজিত বসু। আবার জনগণনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কিছুটা ভিন্নমতও আছে। অর্থনৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষক প্রতীমরঞ্জন বসুর কথায়, জনগণনার দরকার আছে ঠিকই, বিশেষ করে আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য, কিন্তু সরকারের হাতে যে তথ্য নেই, তা নয়। ডিজিটাল যুগে এখন নানা ভাবে সরকার তথ্য সংগ্রহ করে নেয়। উদাহরণ হিসাবে যদি আমরা একশ দিনের কাজে প্রকল্প নারেগার কথা ধরি, সেখানে নিয়ম করা হয়েছে, যিনিই কাজ করবেন, তাকে প্রতিদিন দুবার করে মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে হাজিরা দিতে হবে যে তিনি সত্যিই কাজ করছেন। সেটা জিওট্যাগ করা থাকছে। অর্থাৎ প্রতিদিন কত মানুষ সারা দেশে ওই প্রকল্পে কাজ করছেন, সো তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে পাওয়া যাচ্ছে, যা থেকে দরিদ্র মানুষের সংখ্যার প্রায় সঠিক আন্দাজ আমরা পেয়ে যাচ্ছি,বলছিলেন প্রতীম রঞ্জন বসু। তিনি আরও বলছিলেন যে ডিজিটাল বা নানা মাধ্যমে পাওয়া তথ্য জনগণনার সময়ে একাধিকবার মিলিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে, যেটা তথ্যভাণ্ডারকে আরও নিখুঁত করে তুলতে পারে। জনগণনার প্রস্তুতি পর্বেই সরকার জানিয়েছিল যে জনগণনার সঙ্গেই জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার বা এনপিআর হালনাগাদের কাজও হবে।

আল আকসা মসজিদ মুসলিমদের কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ?

সৌম্য দাস
প্রাবন্ধিক

এই ডোম অব দ্য রকের ভেতরেই রয়েছে সেই পাথরের ভিত্তি - যেখান থেকে ইসলামের নবী মোহাম্মদ মিরাজে গিয়েছিলেন বলে মুসলমানরা বিশ্বাস করেন।

মক্কা ও মদিনার পর জেরুসালেমের আল আকসা মসজিদকে ইসলামের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতি বছর ফিলিস্তিন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার মুসলিম আসেন এই মসজিদ প্রাঙ্গণে। মসজিদটি ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবেও দেখা হয়। গত কয়েক বছর ধরে আল আকসা প্রাঙ্গণে ইসরায়েলি বাহিনী ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সংঘর্ষ ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

কিন্তু এই এলাকাটি এত স্পর্শকাতর কেন? এর জন্য ফিরে তাকাতে হবে এর ইতিহাসের দিকে।

আল আকসা চত্বরে রয়েছে বেশ কয়েকটি স্থাপনা। যার কোনটি মুসলমানের জন্য, কোনটি ইহুদিদের জন্য আবার কোনটি খ্রিস্টানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর সবগুলো স্থাপনার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তিনটি ধর্মের ইতিহাস।

আল আকসা কোথায় অবস্থিত?

১৪ হেক্টর এলাকাজুড়ে অবস্থিত আল আকসা প্রাঙ্গণে রয়েছে আল আকসা মসজিদ, যা কিবলি মসজিদ নামেও পরিচিত। এছাড়াও আছে সোনালী গম্বুজবিশিষ্ট 'ডোম অফ দ্য রক', যা জেরুসালেমের সবচেয়ে স্বীকৃত একটি ল্যান্ডমার্ক এবং এই দুটিই পবিত্র হিসেবে বিবেচিত।

পূর্ব জেরুসালেমের পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত আল আকসা মুসলিমদের কাছে 'হারাম আল শরীফ' নামে পরিচিত এবং ইহুদিদের কাছে পরিচিত 'টেম্পল মাউন্ট' হিসেবে।

এখানে ১৫টি গেট ছিল, যেদিক দিয়ে ময়দানে প্রবেশ করতো জেরুজালেমের ওল্ড সিটি থেকে আসা ধর্মানুরাগীরা ।

যদিও এই গেটের মাত্র ১০টি এখন ব্যবহৃত হয় এবং সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইসরায়েলি সেনা ও পুলিশ।

আল আকসায় প্রথম ছোট একটি মসজিদ নির্মাণ করেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর, পরে ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে এখানে প্রথম বড় আকারে মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

দু'দফা ভুমিকম্পে দুবার ধ্বংস হয়ে গেলে তা পরে পুনঃনির্মাণ করা হয়। কয়েকবার সংস্কার কাজও করা হয়। জেরুসালেমের ওল্ড সিটির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত আল আকসার 'ডোম অফ দ্য রক' শহর জুড়ে দৃশ্যমান।

বাইরের দেয়ালসহ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার বর্গমিটারের এই সীমানায় রয়েছে মসজিদ, নামাজের ঘর, উঠান ও ধর্মীয় বিভিন্ন স্থাপনা।

আল আকসা অর্থ কী?

আরবি ভাষায়, আল আকসার দুটি অর্থ রয়েছে ঃ 'সবচেয়ে দূর', যা মক্কা থেকে এর দূরত্বকে বোঝায়। ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং 'সর্বোচ্চ' হিসেবেও মুসলিমদের কাছে এর মর্যাদা ও গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

আল আকসা মসজিদটি 'মসজিদুল আকসা' বা 'বাইতুল মুকাদ্দাস' নামে পরিচিত মুসলিমদের কাছে।

মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, নবী মুহাম্মদ মিরাজের রাতে কাবা শরিফ থেকে প্রথমে আল আকসায় এসেছিলেন এবং মিরাজে গমনের আগে এখানে সব নবীদের সঙ্গে নামাজের সময় ইমাম হিসেবে নামাজ আদায় করেন।

আল আকসা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

এই প্রাঙ্গণের যেমন ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে এর পাশাপাশি ফিলিস্তিনি জনগণের সংস্কৃতি ও জাতীয়তার প্রতীকও এটি।

সোনালী গম্বুজের 'ডোম অফ দ্য রক' সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে স্বীকৃত এবং এই স্থানে প্রার্থনা করতে আসতে পারা একটি বড় সুযোগ বলে মনে করেন মুসলিমরা।

বর্তমান সীমানাগুলো তৈরি হবার আগের বছরগুলোতে, সেই পুরনো আমলে মুসল্লিরা পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেও সেই সফরে জেরুসালেমকেও অন্তর্ভুক্ত করতেন ।

আল আকসার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ এখনও হাজার হাজার ধর্মানুরাগীকে আকৃষ্ট করে, যারা প্রতি শুক্রবার জামাতে নামাজের জন্য জড়ো হন।

আল আকসা প্রাচীনতম মসজিদগুলোর একটি। মিরাজের রাতে এই মসজিদেই নামাজ আদায় করেছিলেন নবী মুহাম্মদ (সা.)। মক্কায় হজ ও ওমরা পালনের আগে আল আকসা ছিল মুসলিমদের কাছে প্রধান ধর্মীয় স্থান।

ইহুদিরা বিশ্বাস করে, 'টেম্পল মাউন্টেই' তাদের পয়গম্বর আব্রাহাম তার পুত্র ইসমাইলকে উৎসর্গ করার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য ইহুদিদের পয়গম্বর আব্রাহাম ইসলাম ধর্মে নবী ইব্রাহিম হিসেবে পরিচিত।

ইহুদিরা বিশ্বাস করে, এখানেই ছিল ইহুদিদের প্রথম ও দ্বিতীয় পবিত্র উপাসনালয়। তারা মনে করে, তিন হাজার বছর আগে রাজা সোলেমান এখানে প্রথম উপাসনালয় নির্মাণ করেছিল। যেটি ধ্বংস করেছিল ব্যাবিলনীয়রা।

আর দ্বিতীয় উপাসনালয়টি ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমান বাহিনী ধ্বংস করে দেয়। এখানে একটি খ্রিস্টান ব্যাসিলিকাও ছিল যা একই সাথে ধ্বংস হয়।

সেই উপাসনালয়ের শুধুমাত্র পশ্চিম দিকের দেয়ালটিই এখনো টিকে আছে এবং এটিই ইহুদিদের প্রার্থনার স্থান।

ইহুদিদের মতে, আল আকসায় 'ফাউন্ডেশন স্টোন' বা বিশ্বের 'ভিত্তি পাথর' এর অবস্থান। যেখান থেকে বিশ্বের সৃষ্টি শুরু হয়েছিল বলে তারা বিশ্বাস করে।

অন্যদিকে খ্রিস্টানরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এটাই সেই জায়গা যেখানে যীশু খ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন আর এখানকার গুহাতেই তার দেহ রাখা হয়েছিল।

ইসরায়েল ১৯৬৭ সালে জেরুজালেম ও পশ্চিমতীর দখল করে নেবার আগে এটি নিয়ন্ত্রণ করতো জর্ডান। এখন পূর্ব জেরুজালেম ইসরায়েল অধিকৃত হলেও আল আকসা বা টেম্পল মাউন্ট এলাকাটি নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করে জর্ডান ফিলিস্তিনের একটি ওয়াকফ প্রতিষ্ঠান।

আল আকসা প্রাঙ্গণটি মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিস্টান তিন ধর্মের মানুষের কাছেই পবিত্র। জেরুজালেমের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ল্যান্ডমার্ক রয়েছে আল আকসায় এবং ইসলামিক যুগের প্রারম্ভিক পর্যায়ের ঐতিহাসিক স্থাপত্যের নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে এই প্রাঙ্গণে।

ধর্মীয় ভবন, বিভিন্ন ধরনের গম্বুজ, মিনার, স্তম্ভের ঐতিহাসিক কাঠামো ছাড়াও রয়েছে ৩০টি জলের উৎস, যার মধ্যে অজু করার জন্য ব্যবহৃত কূপও রয়েছে।

ইসলামি স্থাপত্যের প্রাচীন নমুনার দেখা মেলে আল আকসায়। আল আকসার দেয়ালের অভ্যন্তরে রয়েছে মিম্বার। এবং মামলুক ও আইয়ুবী যুগের ঐতিহাসিক বিদ্যালয়ের নিদর্শনও আছে এখানে।

আরবি ভাষায়, 'ডোম অফ দ্য রক'কে 'কুব্বাত আল সাখরা' বলা হয় যেটি ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে।

মক্কার আগে মুসলিমরা এই স্থানকে কিবলা হিসেবে ব্যবহার করতেন অর্থাৎ এর দিকে ফিরেই নামাজ পড়তেন তারা।

উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে ৬৯২ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় অষ্টকোণ বিশিষ্ট এই স্থাপনা 'ডোম অফ দ্য রক'।

'হারাম আল শরীফ' বা 'টেম্পল মাউন্টের' উপর অবস্থিত সোনালী গম্বুজটি ইসলামী স্থাপত্যের অন্যতম একটি নিদর্শন।

এর মধ্যখানে রয়েছে একটি পাথর, যাকে কেন্দ্র করেই এই স্থাপনা নির্মিত। এজন্যই একে বলে 'কুব্বাত আল সাখরা' বা ডোম অফ দ্য রক (পাথরের গম্বুজ)।

ইহুদিদের বিশ্বাস অনুযায়ী এই পাথর হলো ফাউন্ডেশন স্টোন যা মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু। আর ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী 'ডোম অফ দ্য রকের' ভেতরে রয়েছে সেই পাথর যেখান থেকে ইসলামের নবী মুহাম্মদ মিরাজে গিয়েছিলেন (ঊর্ধ্বাকাশে গিয়েছিলেন) বলে মুসলমানরা বিশ্বাস করেন। চুনাপাথর দিয়ে বানানো প্রাচীন এই দেয়ালটি প্লেস অফ উইপিং বা কান্নার জায়গা নামেও পরিচিত।

ওয়েস্টার্ন ওয়াল

আল আকসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ওয়েস্টার্ন ওয়াল, যা আল বুরাক প্রাচীর নামেও পরিচিত।

মরোক্কোন গেট ও প্রফেট গেট বা বাব আল নাবি গেটের মাঝখানে রয়েছে প্রাচীরটি এবং এই এলাকায় একটি ছোট মসজিদও রয়েছে যা বুরাক মসজিদ নামে পরিচিত, যেটা ১৩০৭ থেকে ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল।

প্রায় ২০ মিটার লম্বা ও ৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের প্রাচীরটি নিয়ে মুসলিমদের বিশ্বাস হলো -নবী মুহাম্মদ মিরাজে যাবার আগে আল বুরাক নামে পরিচিত একটি ডানাওয়ালা ঘোড়ার মতো প্রাণীকে বেঁধে রেখেছিলেন এখানে।

অন্যদিকে টেম্পল মাউন্টকে ঘিরে থাকা 'ওয়েস্টার্ন ওয়াল' ইহুদিদের কাছে 'পৃথিবীর ভিত্তিপ্রস্তর' হিসেবে স্বীকৃত ও পবিত্র স্থান। চুনাপাথর দিয়ে বানানো প্রাচীন এই দেয়ালটি 'প্লেস অফ উইপিং' বা 'কান্নার জায়গা' নামেও পরিচিত। ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে এটি হেরোডিয়ান উপাসনালয়ের শেষ অবশিষ্ট কাঠামো, যা রাজা হেরোড দ্য গ্রেটের সময় ২০৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সম্প্রসারিত হয়। রোমানরা ৭০ খ্রিস্টাব্দে সালে ধ্বংস করেছিল এটা। প্রতি বছর, কয়েক হাজার ইহুদি ওয়েস্টার্ন ওয়ালে জড়ো হন এবং এই দেয়ালটি ধরে প্রার্থনা করেন ইহুদি ধর্মাবলম্বীরা। দেয়ালের ফাঁক ফোকরে দেখা যাবে অসংখ্য টুকরো টুকরো কাগজ গুঁজে রাখা। সেগুলোর মধ্যে লেখা থাকে এখানে আসা মানুষজনের প্রার্থনা। তারা বিশ্বাস করে এই প্রাচীর হলো সেই জায়গা যেখানে ঈশ্বর সবসময় উপস্থিত থাকেন।

আল কিবলি মসজিদ

আল আকসা মসজিদ কোনও একক মসজিদ নয়। আল আকসা মসজিদ মানে কিবলি মসজিদ, মারওয়ানি মসজিদ (কুব্বাত আল সাখরা) ও বুরাক মসজিদের সমন্বয়।

রূপালি গম্বুজ বিশিষ্ট আল কিবলি মসজিদটি আল আকসার দক্ষিণ প্রাচীরের দিকে রয়েছে এবং এটি এই প্রাঙ্গণে মুসলমানদের নির্মিত প্রথম ভবন। এটা এখানকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থাপনাগুলোর মধ্যে একটি হিসাবে এবং এখানে মুসল্লিরা নামাজ পড়েন একজন ইমামের নেতৃত্বে।

মুসলমানরা ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করে, তখন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর বিন আল খাত্তাব এবং তার সঙ্গীরা মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। তখন কিন্তু এলাকাটি অবহেলিত ছিল।

এটা প্রথমে একটা সাধারণ ভবন ছিল, কাঠের গুঁড়ির ওপর ভিত্তি করে যেটার কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মসজিটির যে কাঠামো দেখা যায় তা প্রথম নির্মিত হয়েছিল উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আমলে অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে।

বেশ কয়েকবার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মসজিদটি, যা পরে পুনঃনির্মাণ করা হয়। কয়েকবার সংস্কার কাজও করা হয়।

এর শেষ সংস্কার কাজটি হয়েছিল অটোমান আমলে, সে সময়ে সুলতান সুলেমান মসজিদ প্রাঙ্গণের বেশ কয়েকটি সাইট পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং সেখানে কার্পেট ও নানা ধরনের লণ্ঠন স্থাপন করেছিলেন।

বর্তমানে আল কিবলি মসজিদের নয়টি প্রবেশপথ রয়েছে। পাথর ও মার্বেলযুক্ত স্তম্ভের কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে মসজিদটি। পাথরের স্তম্ভগুলো প্রাচীন, বিশ শতকের গোড়ার দিকে যে সংস্কার কাজ হয়েছিল তখন মার্বেলগুলো যুক্ত করা হয়।

আশি মিটার দৈর্ঘ্য ও ৫৫ মিটার প্রস্থের এই মসজিদটিতে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারেন।

জেরুজালেমের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ল্যান্ডমার্ক রয়েছে আল আকসায় এবং ইসলামিক যুগের প্রারম্ভিক পর্যায়ের ঐতিহাসিক স্থাপত্যের নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে এই প্রাঙ্গণে।

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের চেয়েও আল আকসাকে সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র মনে করেন ফিলিস্তিনিরা। যেখানে তারা জমায়েত হয়ে আনন্দ উদযাপন করতে পারেন বা শোক করতে পারেন। অনেক ফিলিস্তিনি ছোটবেলা থেকে মসজিদে নিয়মিত আসেন এবং তাদের কাছে আল আকসা দেশের সবচেয়ে স্বীকৃত প্রতীক। রমজান মাসে অনেকেই মসজিদে আসেন রোজা ভাঙার জন্য এবং শুক্রবার এখানে নামাজ আদায় করেন। যদিও ইসরায়েলি বাহিনীর বিধিনিষেধের ওপর নির্ভর করে ফিলিস্তিনিদের আসা যাওয়া।

মসজিদটির প্রতি ফিলিস্তিনিদের যে ভক্তি ও আনুগত্য সেটাকে হুমকি হিসেবে মনে করে ইহুদি কট্টরপন্থীরা যারা এই জায়গায় থার্ড টেম্পল বা ইহুদিদের তৃতীয় উপাসনালয় তৈরি করতে চায়। ফিলিস্তিনিদের প্রথম জাদুঘর, 'ইসলামিক মিউজিয়াম' এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৩ সালে, যেখানে বিরল প্রত্নতাত্ত্বিক ও শৈল্পিক নিদর্শন রয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে কুরআনের পাণ্ডুলিপিও।

সহিংসতার কেন্দ্র আল আকসা কেন?

আল আকসা প্রাঙ্গণটি মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিস্টান তিন ধর্মের মানুষের কাছেই পবিত্র স্থান। যুগ যুগ ধরে এই এলাকা ঘিরেই চলছে বিবাদ। বলা যায় ঐতিহাসিকভাবে এটি বিবাদের ইস্যু। ইসরায়েলি সরকারের সাথে সমঝোতা অনুযায়ী নানা বিধিনিষেধ ও শর্তপূরণের মাধ্যমে - শুধুমাত্র মুসলিমরাই আল আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে ঢুকে প্রার্থনা করতে পারেন। অন্যদিকে খ্রিস্টান ও ইহুদিরা আল আকসায় শুধু পর্যটক হিসেবে প্রবেশ করতে পারবেন। সপ্তাহে পাঁচ দিন তাদের জন্য আল আকসা খোলা এবং দিনে চার ঘণ্টা সময় পাবেন ওই এলাকা ঘুরে দেখার জন্য। জেরুসালেমে ধর্ম ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে আল আকসা প্রাঙ্গণ সংঘর্ষ সহিংসতার একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

সাময়িকী

সুদানে অব্যাহত লড়াইয়ের মাধ্যে খাদ্য সংকটের আশংকায় খার্তুমের মানুষ

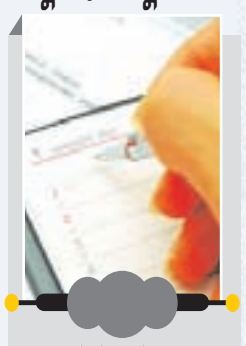

হানান রাজেক
কলামিস্ট

সুদানের রাজধানী খার্তুমে এখন যে তীব্র লড়াই চলছে, তার ফলে সেখানে খাদ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। একই সঙ্গে জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহেও সংকট দেখা দিয়েছে বলে বিবিসিকে জানিয়েছেন শহরের বাসিন্দারা।

আমাদের আর মাত্র দুদিনের খাবার আছে, বলছেন নাসরিন আল সাইম।

মিজ সাইম জানান, তিনি এবং তার পরিবার সাধারণত যে পরিমাণ খাবার খান, এখন সেই খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে তাদের মজুদ করা খাবার আরও বেশিদিন যায়।

বিদ্যুৎ এবং জলের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেক সুদানি পরিবার এখন সংকটে পড়েছে। সুদানে গত ১৫ এপ্রিল হতে দেশটির সেনাবাহিনী এবং প্যারামিলিটারি বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের (আরএসএফ) মধ্যে লড়াই চলছে।

সুদানে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে সরকার চালাচ্ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল বুরহান, যিনিই কার্যত দেশটির নেতা এবং আরএসএফের প্রধান মোহাম্মদ হামদান দাগালু, যিনি ছিলেন উপ নেতা। কিন্তু এই দুজনের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দুই বাহিনীর মধ্যে লড়াই শুরু হয়েছে।

খার্তুমে মার্কিন দূতাবাসের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সেখানে লড়াইয়ে এ পর্যন্ত ২৭০ জনের বেশি নিহত হয়েছে। খার্তুমের উত্তরে বাহরি এলাকা থেকে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বিবিসিকে জানান, সেখানে জল সরবরাহের প্রধান পাম্পিং স্টেশনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা হিন্দ জানান, জলের সরবরাহ যেহেতু ঘন ঘন বিঘ্নিত হচ্ছে, তাই তিনি এবং তার পরিবার এখন পিপাসা মেটাতে 'আবরি' পান করছেন। আবরি হচ্ছে ভুট্টা দিয়ে তৈরি একধরণের পানীয়, যেটি সাধারণত লোকে রমজান মাসে পান করে।

হিন্দ জানান, তার এলাকার সব দোকানপাট বন্ধ, কেবল কিছু বেকারি খোলা আছে। তবে এসব বেকারিতেও আর অল্প পরিমাণ ময়দা অবশিষ্ট আছে।

এই লড়াই শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে সেনাবাহিনী খাদ্য মওজুদ করার জন্য জনগণকে সতর্ক করে দিয়েছিল। তখন রাজধানী খার্তুমের বিভিন্ন স্থানে আরএসএফের বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছিল। তবে খার্তুমের আরেকজন বাসিন্দা হেবা বিবিসিকে জানান, কেবল অল্প কিছু পরিবার এই সতর্কতাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিল, কারণ কেউ কল্পনা করেনি যে পরিস্থিতি এরকম ভয়াবহ রূপ নেবে।

আমরা গরমের মধ্য বাইরে যেতে চাইনি, আর রমজান উপলক্ষে আমরা আগে থেকেই কিছু খাবার দাবার কিনে মজুদ করে রেখেছিলাম, বলছিলেন হেবা।

হেবা যে এলাকায় থাকেন, সেখানে দিনে মাত্র দুই ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকছে। এর ফলে যারা খাদ্য কিনে মজুদ করেছিলেন, সেগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এই লড়াই কবে থামবে তা একদম বোঝা যাচ্ছে না। ফলে কতদিন খাদ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হবে, সেটাও পরিষ্কার নয়।

এরই মধ্যে দুই দফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু বিবদমান দুই পক্ষই লড়াই অব্যাহত রাখায় যুদ্ধবিরতি টেকেনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, খার্তুমের যেসব এলাকায় লড়াইয়ের তীব্রতা কিছুটা কমেছে, সেসব এলাকায় মুদির দোকানগুলো খুলেছে। এসব দোকানের সামনে দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে। তবে বোতলজাত খাবার পানি পাওয়া যাচ্ছে না। তবে খার্তুমের অন্য এলাকাগুলোতে লোকজন এখনো ভয়ে ঘর থেকে বেরুচ্ছে না। খার্তুমের উত্তরের আরেকটি এলাকা রিয়াদের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সেখানে দোকানদাররা জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। অনেকে ডিম, মাংস বা পানীয়ের মত পণ্যের দ্বিগুণ দাম চাইছে।

এদের অনেকে তাদের দাম দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, এটা খুবই খারাপ। দোকানদাররা দাম বাড়ানোয় অনেকে বেশ ক্ষিপ্ত , বলছেন শাকির নামের একজন।

জানা অজানা

ঈশ্বর এক, ধর্ম অনেক

সুনীল কুমার দে

ঈশ্বর বা ভগবান এক কিন্তু নাম অনেক।একো ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।এক ছাড়া দ্বিতীয় নেই।কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের লোক বিভিন্ন নামে তাঁকে ডাকে।কেউ তাঁকে ভগবান,ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বলে।কেউ তাঁকে আল্লাহ বলে কেউ আবার তাঁকে গড বলে।কেউ কালী তাঁকে কালী,কৃষ্ণ,হরি, রাম, দুর্গা, শিব, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ বলেও ডাকে।এই প্রসঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন।তিনি বলেছেন, একটি পুকুরে তিনটি ঘাট আছে।এক ঘাটে হিন্দুরা জল নিচ্ছে তারা বলছে জল,আর এক ঘাটে মুসলমানেরা জল নিচ্ছে তারা বলছে পানী।আর এক ঘাটে ক্রিস্টানেরা জল নিচ্ছে বলছে ওয়াটার।অর্থাৎ একই জল কে বিভিন্ন ধর্মের লোক বিভিন্ন নামে ডাকছে।তেমনি এক রাম তাঁর হাজার নাম।একই ব্যক্তি কারো বাবা,কারো স্বামী,কারো ভাই,কারো কাকা,কারো মামা প্রভৃতি।অর্থাৎ একই ব্যক্তি বিভিন্ন নামে প্রকাশিত।ঈশ্বরের বেলাও ঠিক তাই।তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশিত।তাই পৃথিবীতে দশটা ভগবান নেই।এই পৃথিবীর মালিক,এই সৃষ্টির মালিক একজনই তবে ধর্ম অনেক।সনাতন হিন্দু ধর্ম,ইসলাম ধর্ম,খ্রিস্ট ধর্ম,বৌদ্ধ ধর্ম,শিখ ধর্ম,জৈন ধর্ম আরো অনেক ধর্ম আছে যারা ভগবান কে বিভিন্ন নামে ডাকে,বিভিন্ন ভাবে পুজো করে,উপাসনা করে ও সাধন ভজন করে।বিভিন্ন ধর্মের মত ও পথ আলাদা,ধর্ম স্থান আলাদা,ভগবানের নাম আলাদা কিন্তু লক্ষ্য সবার এক,ঈশ্বর কে লাভ করা,তাঁর কাছে যাওয়া ও তাঁকে উপলব্ধি করা।তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন, অনন্ত সাগরে যাওয়ার অনন্ত যে পথ।যে পথেই যাও না কেন একই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবে যদি ব্যাকুলতা ও তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছে ও চেষ্টা থাকে।যত মত তত পথ।তাই ধর্ম ও ঈশ্বর নিয়ে ঝগড়া করার কিছুই নেই।তাঁর উপর যাতে ভক্তি ও ভালোবাসা জন্মে তাই করা উচিত।

আসুন সবাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের উদার ধর্ম ভাব কে বোঝার চেষ্টা করি থাকেই এই পৃথিবী থেকে ধর্ম ও ঈ

শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করা অঙ্কিতা দত্তের বিরুদ্ধে এবার শোকজ নোটিশ প্রদেশ কংগ্রেসের

অঙ্কিতা দত্তের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বেকায়দায় এপিসিসি, বিব্রত ভূপেন বরা, দেবব্রত শইকীয়া

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন অঙ্কিতা দত্ত তার কাছে অভিযোগ জানাননি। অভিযোগ জানিয়েছেন রাহুল গান্ধীকে। তার কাছে অভিযোগ জানালে তিনি ব্যবস্থা নেবেন বলেও ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এবার যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাস ভদ্রভাতি ব্যাংকাটার বিরুদ্ধে সরাসরি থানায় এজাহার দাখিল করলেন অসম যুব কংগ্রেস সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্ত। দলীয় অনুশাসন ভঙ্গের অভিযোগ এনে এআইসিসির নির্দেশে অঙ্কিতা দত্তকে শোকজ নোটিশ দিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। তবে সম্পূর্ণ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বর্তমান বেকায়দা পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে এপিসিসি। তবে এক্ষেত্রে সর্বাধিক বিড়ম্বনার সম্মুখীন হচ্ছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা এবং বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

অঙ্কিতা দত্তের মহা অভিযোগকে কেন্দ্র করে বর্তমান কংগ্রেস দলে রাজনৈতিক ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে নিজের আত্ম সম্মান এবং মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার লড়াইয়ে উল্টো আইনি নোটিসের সম্মুখীন হয়েছেন অসম যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্ত। যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাস ভদ্রভাতি ব্যাংকাটার বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতন, অশালীন ব্যবহার এবং বৈষম্য মূলক আচরণ করার অভিযোগ এনে এরই মধ্যে আইনি নোটিস পেয়েছেন তিনি। তবে এর পাল্টা পদক্ষেপ হিসাবে দিশপুর থানায় যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাস বিভি র বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক ভাবে এজাহার দাখিল করেছেন অঙ্কিতা দত্ত। থানায় এফআইআর দাখিল করে তিনি বলেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই। তিনি আজও কংগ্রেসী। ফলে কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ জানাননি বলে উল্লেখ করে অঙ্কিতা দত্ত বলেন যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে এই এজাহার দাখিল করা হয়েছে। তিনি জানান একজন কংগ্রেসী হিসেবে দলের শীর্ষ নেতাদের থেকে বিচার পাবেন বলে ছয় মাস অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস থেকে তিনি ন্যায় পাননি। অবশেষে একজন অভদ্র ব্যবহার করা শারীরিকভাবে অপদস্ত করা মানসিক নির্যাতন চালানো অশালীন ব্যবহার করা শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানাতে তিনি বাধ্য হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন অঙ্কিতা দত্ত। পুলিশের কাছ থেকে এক্ষেত্রে তিনি ন্যায় পাবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন অসম যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী।

দিশপুর থানায় দাখিল করা এজাহার অনুযায়ী অঙ্কিতা দত্ত যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীনিবাস ভদ্রভাতি ব্যাংকাটার বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। গত ছয় মাস ধরে শ্রীনিবাস তার বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতন করার পাশাপাশি শারীরিকভাবে অপদস্ত করা, অভদ্র ব্যবহার করা, অসাংবিধানিক অপমানজনক মন্তব্য করা এবং অশালীন ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন অঙ্কিতা দত্ত। তিনি জানান ২০২৩ সালের ২৫ মার্চ ছত্রিশগড়ের রায়পুরে আযোজিত কংগ্রেসের অধিবেশনে অংশগ্রহণের সময় হোটেল মে ফেয়ারে যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস জোর করে তার হাত ধরে তাকে টানাটানি করা কিংবা ঠেলে দিয়ে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছেন। এমনকি তাকে 'এ লাড়কি' বলে সম্বোধন করে তিনি ভটকা কিংবা টাকিলা পান করেছেন কিনা ইত্যাদি অভদ্র ভাষা ব্যবহার করেছিলেন শ্রীনিবাস। তাছাড়া তার রাজনৈতিক কেরিয়ার ধ্বংস করে দেওয়া হবে বলেও তাকে দীর্ঘদিন ধরে হুমকি দিচ্ছেন বলে উল্লেখ করেন অঙ্কিতা দত্ত। যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাসের এই ধরনের মানসিক নির্যাতন এবং অশালীন ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি। ফলে এক্ষেত্রে শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে অতি শীঘ্র তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অসম পুলিশের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন অসম যুব কংগ্রেস সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্ত।

উল্লেখ্য বিভিন্ন আইন বিশেষজ্ঞের মতামত অনুযায়ী অঙ্কিতা দত্তের এই এজাহারে উল্লেখ থাকা অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাসের ফাইন সহ এক থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া এই মামলার ক্ষেত্রে অসম পুলিশ চাইলে বিনা ওয়ারেন্টে যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাসকে গ্রেপ্তার করতে পারবে। তবে দলীয় নেতার বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দাখিল করার পর কংগ্রেসের রোষের সম্মুখীন হয়েছেন অঙ্কিতা দত্ত। অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে অনুযায়ী অসম যুব কংগ্রেস সভানেত্রীকে শোকজ নোটিশ জারি করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। এক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা এবং বিধানসভায় বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন অসম কন্যার সম্মানহানি হওয়া প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অথচ এক সময়ে অঙ্কিতা দত্তকে পুলিশ বর্বর ভাবে অত্যাচার করে থানায় এনে বন্দী করে রেখেছিল। কংগ্রেস দল তার জামিন নিয়েছিল। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর অসম কন্যার মর্যাদা হানির কথা মনে পড়েনি। তাছাড়া চিট ফান্ড সংক্রান্তে সিবিআই যে সময় অঙ্কিতা দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সে সময় মুখ্যমন্ত্রীর অসম কন্যার কথা মনে পড়েনি বলে তির্যক মন্তব্য করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন অঙ্কিতা দত্ত একদিন আগে তাকে এই বিষয়ে সবিস্তার জানিয়েছেন। তাছাড়া যুব কংগ্রেস সভানেত্রী বারংবার রাহুল গান্ধীর কাছে অভিযোগ জানানোর কথা বলেছেন। রাহুল গান্ধী দলের প্রাক্তন সভাপতি তথা একজন বরিষ্ঠ নেতা। ফলে দলীয় কোন বিষয়ে অভিযোগ জানাতে হলে সেটা সভাপতি মল্লিকার্জুন খারগে কিংবা জিতেন্দ্র সিংহ অথবা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে তাকে জানাতে হবে। কিন্তু সেটা না করে অঙ্কিত দত্ত সরাসরি থানায় এজার করেছেন। তবে আইনের বিষয়ে তিনি কিছু বলতে চান না বলে মন্তব্য করেছেন ভূপেন বরা। তবে তিনি এক চক্রবেহুতে ফেঁসে গেছেন বলে ফের উল্লেখ করে এক্ষেত্রে বিজেপি এবং আরএসএসের চক্রান্ত রয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

অন্যদিকে অসম বিধানসভার বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন প্রত্যেকেরই অভিযোগ জানানোর অধিকার রয়েছে। তবে কোনো দলীয় বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে সেটা সমাধান করার ক্ষেত্রে দলীয় রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। অঙ্কিতা দত্তের মন্তব্য অনুযায়ী তিনি রাহুল গান্ধীর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। অথচ রাহুল গান্ধী দলের একজন প্রাক্তন সভাপতি তথা বরিষ্ঠ নেতা। ফলে বিষয়টি দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খারগেকে জানানো উচিত ছিল। তবে অঙ্কিতা দত্ত সেটা করেছেন কিনা তিনি জানেন না। অসমে দলীয় হাইকমান্ড হিসাবে ভূপেন বরা রয়েছেন। কিন্তু তাকেও একদিন আগেই এই বিষয়টি জানানো হয়েছে। অথচ অঙ্কিতা দত্তের মতামত অনুযায়ী গত ছয় মাস ধরে তিনি এক্ষেত্রে ভুক্তভোগী বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন প্রতিটি দলের অনুশাসন থাকে। ফলে দলীয় অনুশাসন মেনে যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। মূলত মুখ্যমন্ত্রীর থেকে ইঙ্গিত পেয়েই অঙ্কিতা দত্ত এজাহার দাখিল করেছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন বিরোধী দলপতি।

উল্লেখ্য অঙ্কিতা দত্তের অভিযোগকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের দলীয় বিধায়কদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের অর্থাৎ কথাবার্তার স্ক্রিনশট সংবাদ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যাওয়ার ফলে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস বিধায়কদের সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একজন বিধায়ক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন বিধায়কদের নোটিশ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে অঙ্কিতা দত্তকে কেন নোটিশ দেওয়া হয়নি। কংগ্রেসের বিধায়কদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের চ্যাট সংবাদ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যাওয়ার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন কংগ্রেসের মোট বিধায়কের সংখ্যা ২৪। কিন্তু কংগ্রেসের বিধায়কদের বৈঠকে ২৫ জন উপস্থিত থাকেন। এবং সেই অতিরিক্ত কংগ্রেস বিধায়ক হলেন মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেসের বিধায়কদের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্বশরীরে উপস্থিত না থাকলেও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের চ্যাটের মাধ্যমে তিনি উপস্থিত থাকেন বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ভূপেন বরা। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন এবার তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে দলে গাদ্দার রয়েছে। কারণ কংগ্রেসের বিধায়কদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের চ্যাট ভাইরাল করে দেওয়ার ক্ষমতা সংবাদ মাধ্যমের নেই। ফলে এবার তিনি মেনে নিয়েছেন যে কংগ্রেসে গদ্দার রয়েছে বলে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা।

জন্ডিস রোগ ভয়াবহ রূপ ধারণ করা আমিনগাঁও এলাকা ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা সহ চিকিৎসা শিবির আয়োজনের নির্দেশ

গুয়াহাটি(সব্যসাচী শর্মা) ঃ গত বেশ কয়েকদিন ধরে উত্তর গুয়াহাটির আমিনগাঁও এলাকায় ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে জন্ডিস। বর্তমান আমিনগাঁও এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা এই রোগের কবলে পড়ে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন। অবশেষে এক্ষেত্রে নজর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য কারিগরি এবং রেল বিভাগের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে আমিনগাঁও এলাকা পরিদর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেসঙ্গে স্থানীয় এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা ছাড়াও চিকিৎসা শিবির আযোজনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত আমিনগাঁও এলাকায় ইতিমধ্যে হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে শিশু, মহিলা সহপাঁচ জন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। তাছাড়া ৬০ জনের অধিক ব্যক্তি জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে বর্তমান চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমিনগাঁও এলাকায় উপস্থিত হয়ে এই রোগে জর্জরিত ব্যক্তিদের এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। তাছাড়া স্থানীয় এলাকাবাসীর যাবতীয় অসুবিধা তথা বিভিন্ন সমস্যা স্বয়ং খতিয়ে দেখেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আসা স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য কারিগরি এবং রেল বিভাগের শীর্ষকর্তাদের এই বিষয়ে প্রযোজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাছাড়া স্থানীয় এলাকাবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় করে মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল অর্থাৎ শুক্রবার গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের তরফে একটি চিকিৎসা শিবির আযোজন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই চিকিৎসা শিবিরে স্থানীয় এলাকাবাসীর প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর ক্ষেত্রে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আমিনগাঁও এলাকা ঘুরে দেখার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন জন্ডিস রোগে স্থানীয় এলাকায় সাত জন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। তাছাড়া বহু ব্যক্তি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আমিনগাঁও এলাকায় হেপাটাইটিস রোগ ছড়িয়ে পড়ার পর সংশ্লিষ্ট বিভাগের অফিসারদেরকে নিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তিনি এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান এই এলাকার জন্য নতুন প্রকল্প হাতে নিতে হবে। উত্তর গুয়াহাটিতে জাইকার পানীয় জল প্রকল্প আগামী মে মাসে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তাছাড়া আমিনগাঁও এলাকার জন্য আগামী দুই তিন মাসের মধ্যে ২-৩ টি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই এলাকায় রেলওয়ের কোয়ার্টার ছাড়াও স্থানীয় এলাকাবাসীর বাড়ি ঘর রয়েছে। তবে রেল বিভাগ রেলের কোয়ার্টার ছাড়া অন্যান্য বাড়িঘরের ক্ষেত্রে কোন ধরনের পদক্ষেপ নেবে না। সেটা সরকারকে নিতে হবে। এক্ষেত্রে একাংশ ব্যক্তি অবৈধভাবে রয়েছেন। ফলে বিষয়টি নিয়ে অধিক নাড়াচাড়া করার প্রযোজন নেই। অন্যথা এই ব্যক্তিরাই বিপদে পড়ে যাবেন। বিষয়টি অন্যদিকে চলে যাবে। ফলে প্রতিটি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করে সরকারের যা করণীয় সবই করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনসুকিয়া জেলায় ১৩ বছর কিশোরীর ধর্ষণ মামলায় পদক্ষেপের মহিলা কমিশনকে আর্জি বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার

বিজেপি দলের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার জন্য ৫৮ বছরের ব্যক্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মাত্র ১৩ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে ৫৮ বছরের ব্যক্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক থাকার সুবাদে অভিযুক্ত ব্যক্তি সমেন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি বলে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন অসম বিধানসভার বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। এক্ষেত্রে প্রযোজনীয় পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনকে পত্র প্রেরণ করেছেন তিনি। কংগ্রেস নেত্রী অঙ্কিতা দত্তের এজাহারের মামলায় যেভাবে পুলিশের শীর্ষ কর্তা তাৎক্ষণিক ভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক একই ভাবে এই মামলায় তৎকালীনভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন বিরোধী দলপতি।

প্রসঙ্গত ২০২৩ সালের ২০ মার্চ তিনসুকিয়া জেলার বড়ডুবি থানার অন্তর্গত কাটুনী গ্রামে সমেন্দ্র রায় নামের ৫৮ বছর বয়সের এক ব্যক্তি সমেন্দ্র রায় ১৩ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে বড়ডুবি থানায় ৩৯২০২৩ নম্বর যুক্ত ধারা ৩৭৬(৩) সহ আইপিসি ৫০৬ পস্ক আইনের অধীনে একটি মামলা রজ্জু করা হয়েছিল। বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এই মামলার ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। উল্টো চলতি বছরের ১৪ এপ্রিল ভুক্তভোগীর নাবালিক কন্যার মা আত্মহত্যা করেছেন। মূলত অত্যাধিক মানসিক চাপের ফলে এবং ঘটনায় সামাজিক ভাবে কলঙ্কিত অনুভব করে ভুক্তভোগীর মা এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাছাড়া দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ধরনের শাস্তি মুলক ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে অপমানিত হয়ে ভুক্তভোগীর মা আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি।

জাতীয় মহিলা কমিশনকে পাঠানো চিঠিতে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন ২০২৩ সালের ৯ মার্চ ভুক্তভোগী পরিবারের বরিষ্ঠ সদস্য সুকু প্রাজাকে সেই গ্রামের একাংশ ব্যক্তি হত্যা করলেও সেই ঘটনার ক্ষেত্রেও কোন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্ত ৫৮ বছর বয়সের সমেন্দ্র রায় বিজেপির বুথ কমিটির চেয়ারপার্সন হওয়ার সুবাদে তাকে রাজনৈতিকভাবে সংরক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বিরোধী দলপতি। এক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তি বিরুদ্ধে অতি শীঘ্র কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জাতীয় মহিলারা কমিশনের চেয়ারপারসনকে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। বিরোধী দলপতি বলেন যেভাবে কংগ্রেস নেত্রী অঙ্কিতা দত্তের এজাহারের ক্ষেত্রে পুলিশের শীর্ষ কর্তা তাৎক্ষণিক ভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক একই ভাবে এই নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেন তৎকালীনভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই বিষয়টির ক্ষেত্রে অতি শীঘ্র প্রযোজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে ১৩ বছর বয়সের ভুক্তভোগী নাবালিকাকে ন্যায় দেওয়ার জন্য জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দেবব্রত শইকীয়া।

‘মেসিকে বার্সায় ফেরাতে তেবাসের সাহায্য না করাটা হবে আহাম্মকি’

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ লিওনেল মেসির বার্সেলোনায় ফেরা নাফেরা নিয়ে প্রতিনিয়ত ডালপালা মেলছে গুঞ্জন। বার্সা যে মেসিকে ফেরাতে মরিয়া, তা পরিষ্কার। আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে ফেরাতে এরই মধ্যে বার্সার নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার কথাও শোনা গেছে। যেখানে মেসিকে আনার জন্য স্পন্সর খোঁজা, খেলোয়াড় বিক্রি করা এবং সম্পদ বিক্রিও অন্তর্ভুক্ত। তবে এরপরও মেসিকে আনতে লা লিগার সহায়তা প্রয়োজন বার্সার।

লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাস এরই মধ্যে জানিয়েছেন, মেসিকে ফিরিয়ে আনাটা বার্সার জন্য মোটেই সহজ হবে না। এমনকি বেতনও কমাতে হতে পারে অনেক। এ নিয়ে একটা সতর্কবার্তাও দিয়ে রেখেছেন তেবাস। এবার তেবাসকে খোঁচা দিয়ে তাঁর সহযোগিতা চাইলেন বার্সার বিপণন বিভাগের সহসভাপতি ইয়ুলি গুইয়ু। বলেছেন, লা লিগা যদি মেসিকে ফেরাতে বার্সাকে সাহায্য না করেন, তবে সেটা তেবাসের আহাম্মকি হবে।

স্প্যানিশ রেডিও স্টেশন আরএসি ১’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গুইয়ু বলেছেন, ‘এটা (মেসির ফেরা) দারুণ এক খবর হবে। কোনো সন্দেহ ছাড়া সে এখনো বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়। এখন সম্ভবত হলান্ডও সে দলে থাকবে। কিন্তু মেসি বিপণনের দিক থেকে যে আকর্ষণ নিয়ে আসবে, তা দারুণ কিছু হবে। তবে এর মানে এটা নয় যে সে ফিরে আসছে।’

এ সময় মেসিকে বার্সায় ফেরাতে লা লিগা সভাপতি তেবাসের সহায়তা লাগবে বলেও মনে করেন গুইয়ু। এই বার্সা কর্তা আরও যোগ করেন, ‘সেও (তেবাস) আগ্রহী। যদি চুক্তিটা সম্পন্ন করতে সে আমাদের সহায়তা না করে, তাহলে আহাম্মকিই করবে।’

সাক্ষাৎকারে রিয়াল মাদ্রিদ টিভির সেই বিতর্কিত ভিডিওটি নিয়েও কথা বলেছেন গুইয়ু। যে ভিডিওতে বিভিন্ন সময় ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে বার্সার সুবিধা নেওয়ার নানা বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

বিশেষ করে স্বৈরাচারী জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সময় বার্সা কেমন সুবিধা পেয়েছিল, তা ফলাও করে প্রচার করে মাদ্রিদ টিভি। সেই ভিডিও নিয়ে গুইয়ু বলেছেন, ‘আমি ভিডিওটি দেখেছি। এটা সবচেয়ে বিব্রতকর কাজ, যা আপনি করতে পারেন।’

মিরাজের জন্য এবারের ঈদটা যে কারণে অন্য রকম

ঢাকা ঃ জাতীয় দলের খেলা, ঘরোয়া ক্রিকেটের ব্যস্ততায় সময় কাটছিল মেহেদী হাসান মিরাজের। এতটাই যে নিজের চুল ছোট করার সময়ও পাচ্ছিলেন না। ঈদের ছুটি পেয়ে সবার আগে তাই সেলুনে যান।

আয়ারল্যান্ড সিরিজের সময় চোখে ফুটবলের আঘাত লেগেছিল মিরাজের। সে জন্য নিয়মিত চোখের ডাক্তার দেখাতে হতো। ছুটি পেয়ে সে কাজটাও সেরেছেন। সঙ্গে ঈদের প্রস্তুতি তো আছেই। পরিবারের সঙ্গে এবার ঢাকায়ই ঈদ কাটানোর পরিকল্পনা মিরাজের। সে জন্য সবার কেনাকাটাও সেরে রাখতে হচ্ছে। যদিও এই দায়িত্বটা মূলত স্ত্রী রাবেয়া আক্তারই পালন করেন। মিরাজের কথা হচ্ছে, ‘আপনার ভাবিই পছন্দ করে দেয় সবকিছু। আমার কিছু করা লাগে না।’

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মিরাজদের ঈদের কেনাকাটার পরিধিও বাড়ছে। আগে নিজের জন্য পাঞ্জাবি কিনে ঈদ কাটিয়ে দিতে পারতেন। এখন সেটি ছড়িয়ে পড়েছে পুরো পরিবারে। স্ত্রী, পুত্র তো আছেই। মাবাবা ও পরিবারের অন্যদের জন্যও কেনাকাটা করেন। বিষয়টি মিরাজ বেশ উপভোগও করেন, ‘দায়িত্ববোধের ব্যাপার আছে। এখন তো আমার দেওয়ার সময়। আগে বাবা দিতেন, এখন আমরা আয় করি, এখন আমাদের পালা। এটা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হয়ে আসছে।’ মিরাজের দৃষ্টিতে পার্থক্যটা এসেছে ঈদের সালামিতেও। আগে সালামি পেতেন, এখন তাঁকে দিতে হয়। জাতীয় দলের এই অলরাউন্ডার অবশ্য সালামি দেওয়াতেই বেশি আনন্দ খুঁজে পান, ‘আগে মনে হতো সালামি পাওয়ার মধ্যেই আনন্দ। এখন দেখছি পাওয়ার চেয়ে দেওয়ার মধ্যে অন্য রকম আনন্দ

আছে। এটা শুধু আমার জন্য না, সবাই নিশ্চয়ই দিয়ে বেশি আনন্দ পেয়ে থাকেন।’ বাচ্চাকে নিয়েই ঈদের নামাজে যাব। পরিবারের একটা রীতি এটা। আমরা বাবার সঙ্গে গিয়েছি। সে স্মৃতি এখনো মনে আছে। তবে মিরাজের কাছে ঈদের আসল আনন্দ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো। খেলার ব্যস্ততায় জাতীয় দলের শীর্ষ ক্রিকেটাররা পরিবারকে সময় দেওয়ার সুযোগ পান না। তাই ঈদটা পরিবারের সঙ্গে কাটানোর সুযোগ পেলে তো আর কথাই নেই, ‘ঈদ তো সবার জন্যই আনন্দের। পরিবারের সঙ্গে ঈদ করতে পারলে খুবই ভালো লাগে। আমাদের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন। কারণ, পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে কখন কার ঈদ হবে, সেটার ঠিক থাকে না। এমনও হয়েছে যে ঈদের দিন খেলা ছিল। আমরা যারা অনেক দিন ধরে খেলছি, এসবে অভ্যস্তও হয়ে গিয়েছি। এমনও হয়েছে, খেলার কারণে ঈদ দেশের বাইরে কাটাতে হয়েছে। এবার তেমন না। সেদিক থেকে খুশির খবর। অল্প সময়ের জন্য হলেও পরিবারের সঙ্গে ঈদের সময়টা কাটাতে পারছি। এটাই বিরাট ব্যাপার মনে হয়।’ এবার অবশ্য মিরাজদের বাড়ি গিয়ে ঈদ করা হচ্ছে না। ঢাকাতেই স্ত্রীপুত্রসহ মিরাজের ঈদ। স্বাভাবিকভাবেই বাড়ির ঈদের অভিজ্ঞতাটা মিস করবেন এবার। সাধারণত ঈদের সৌজন্যে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় মিরাজের, সেটিও এবার হচ্ছে না, ‘বাড়ির ঈদ আর ঢাকার ঈদের পার্থক্য এটাই। বাড়িতে ঈদ হলে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়ার একটা ব্যাপার থাকে। এখানে তেমন না। ঢাকায় ঈদ হলে নিজেদের মধ্যেই পরিচিত যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে ঈদ করা হবে।’

মিরাজ সবচেয়ে বেশি রোমাঞ্চিত ছেলে মুদাসসের হাসানকে নিয়ে। তিন বছর বয়সী ছেলেকে নিয়ে ঈদের নামাজে যেতে চান মিরাজ। বাপবেটা একসঙ্গে ঈদের নামাজে যাবেন, এই পারিবারিক রীতিতে বড় হয়েছেন মিরাজ নিজেই। এবার নিজের ছেলেকেও সে সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান জাতীয় দলের এই অলরাউন্ডার, ‘এটা কিন্তু অন্য রকম এক ভালো লাগার বিষয়। বাচ্চাকে নিয়েই ঈদের নামাজে যাব। পরিবারের একটা রীতি এটা। আমরা বাবার সঙ্গে গিয়েছি। সে স্মৃতি এখনো মনে আছে। ঈদ মানেই তো বাবার সঙ্গে নামাজে যাওয়া, এই ব্যাপারটা এখনো পরিষ্কার মনে পড়ে।’

শিগগিরই আবার সান্তোসে ফেরার বার্তা দিলেন নেইমার

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ চ্যাম্পিয়নস লিগ অভিযান তো সেই শেষ ষোলোতেই শেষ। পিএসজি ছিটকে গেছে ফ্রেঞ্চ কাপের শেষ ষোলো থেকেও। এখন পিএসজির সামনে শুধু লিগ জয়ের সুযোগ। সেখানেও প্যারিসের ক্লাবটিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে মার্শেই ও লাঁসের সঙ্গে। ৩১ ম্যাচে ৭২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে পিএসজি। সমান ম্যাচে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে মার্শেই। তৃতীয় স্থানে থাকা লাঁসের পয়েন্ট ৬৩। এই অবস্থায় লিওনেল মেসিকিলিয়ান এমবাপ্পেরা যখন ব্যস্ত লিগ জিতে পিএসজির মৌসুম বাঁচাতে, নেইমার আছেন ব্রাজিলে। চোটের কারণে যে পুরো মৌসুমের জন্যই মাঠের বাইরে ছিটকে গেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। পিএসজির হয়ে খেলতে পারছেন না। কিন্তু ব্রাজিলে তাঁর প্রিয় ক্লাবের খেলা দেখতে যেতে কোনো সমস্যা নেই! নেইমার গতকাল নিজের সাবেক ক্লাবের খেলা দেখতে মাঠে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোপা সুদামেরিকানার গ্রুপ পর্বের ম্যাচটিতে নেইমারের সাবেক ক্লাব তাঁকে জয় উপহার দিতে পারেনি। অদাস ইতালিয়ানো ক্লাবের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে সান্তোস। ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন নেইমার। সেখানে তাঁকে সাবেক ক্লাবে ফেরা নিয়েও প্রশ্ন করা হয়েছিল। সেই প্রশ্নের উত্তরে নেইমার যা বলেছেন, সান্তোসের সমর্থকেরা খুশি হতেই পারেন। সান্তোসের খেলা দেখতে এসে কেমন লাগছে প্রশ্নের উত্তরে নেইমার বলেছেন, ‘আমার ঘরে ফিরে আসতে পারাটা দারুণ ব্যাপার। এটা আমার বাড়ির মতোই লাগে। ১০ বছর পর আবার এখানে ফিরতে পেরে ভালোই লাগছে। ’ নেইমার এরপর সান্তোসের ড্র করা নিয়ে বলেন, ‘আমি চেয়েছিলাম জয়।দুর্ভাগ্যজনকভাবে ম্যাচটি ড্র হয়েছে। আমি এখানে সান্তোসকে সমর্থন করতে এসেছি। সমর্থকদের ভালোবাসা পেতে এসেছি। এই ক্লাব আমাকে সবকিছু দিয়েছে। এই ক্লাবই আমার ও আমার পরিবারের দরজা খুলে দিয়েছে। এই ক্লাবই আমাকে বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করেছে।’ আসল কথাটা নেইমার বলেছেন সবার শেষে, ‘একদিন আমি এখানে ফিরব। আমি শিগগিরই ফিরব।’ ২০০৩ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সান্তোসের যুব দলে খেলেছেন নেইমার। ২০০৯ সালে তাঁর অভিষেক হয় সান্তোসের মূল দলে। পেলের সাবেক ক্লাবে নেইমার খেলেছেন ২০১৩ সাল পর্যন্ত। চার মৌসুমে ক্লাবটির হয়ে জিতেছেন একটি কোপা লিবের্তাদোরেস, কোপা দো ব্রাসিল ও রিকোপা সুদামেরিকানা। এ ছাড়া তিনটি শিরোপা জিতেছেন নেইমার। ২০১৩ সালে সান্তোস ছেড়ে বার্সায় নাম লেখান নেইমার। সেখান থেকে ২০১৭ সালে ট্রান্সফার ফির বিশ্ব রেকর্ড গড়ে নাম লিখিয়েছেন পিএসজিতে।

সায় দিচ্ছে না আর্চারের শরীর, কবে খেলতে পারবেন সেটাও জানেন না

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ কনুই ও আঙুলে পাওয়া চোটে প্রায় দুই বছর ক্রিকেট থেকে দূরে ছিলেন জফরা আর্চার। এ সময়ে মিস করেন দুটি টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তিন দফা শল্যবিদের ছুরির নিচেও যেতে হয়েছে তারকা ইংলিশ পেসারকে। পুরোপুরি সেরে ওঠার পর এ বছরের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এসএ২০ দিয়ে মাঠে ফেরেন আর্চার। মার্চে বাংলাদেশ সফরে ওয়ানডে ও টিটোয়েন্টি মিলিয়ে ৫ ম্যাচ খেলে ভারতে যান আইপিএলে অংশ নিতে। মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলেছেনও। কিন্তু সে ম্যাচেই কনুইয়ের চোটে পড়ায় আবার ছিটকে গেছেন মাঠের বাইরে।

মুম্বাইয়ের সর্বশেষ ৪ ম্যাচ মিস করা আর্চার কবে খেলতে পারবেন, নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না। ইএসপিএন ক্রিকইনফোকে ২৮ বছর বয়সী গতি তারকা বলেছেন, ‘পুরোপুরি ফিট হওয়ার পরেও গত দুই সপ্তাহ এভাবে (মাঠের বাইরে) কাটবে বলে আশা করিনি। বুঝতে পারছি দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে থাকার প্রভাব পড়েছে। চোট থেকে ফিরেই শরীর শতভাগ সায় দিচ্ছে না। বেশ কয়েকবার মনে হয়েছে, চোট অনেক বেশি গুরুতর। জানি না, আমার পরবর্তী ম্যাচ কোনটা হবে। তবে সেরে ওঠার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।’

আর্চারের চোটে পড়ার ধরনও দেখুন। একবার তো মাছের সেবা করতে গিয়ে সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। ট্যাংক পরিষ্কার করার সময় হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেলে কাচ ঢুকে যায় তাঁর আঙুলে। সেই ঘটনায় ২০২১ সালের আইপিএল খেলা হয়নি। সে সময় তিনি ছিলেন রাজস্থান রয়্যালসে। পরের বছর খেলতে পারবেন না জেনেও তাঁকে ৮ কোটি রুপিতে কিনে নেয় মুম্বাই। রেকর্ড পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের হয়ে এ বছর প্রথমবার মাঠে নামেন। কিন্তু আর্চারের কথা শুনে মনে হচ্ছে, প্রথম ম্যাচটাই এ মৌসুমে মুম্বাইয়ের হয়ে তাঁর শেষ হয়ে থাকল।

গত বছর পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থেকে শেষ করেছিল মুম্বাই। ১০ দলের আইপিএলে ১৪ ম্যাচে মাত্র ৪ জয়ে হয়েছিল দশম। এবারও প্রথম দুই ম্যাচ হেরেছিল বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। তবে পরের ৩ ম্যাচ জিতে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তারা।

৪০ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন আর্চার নিজে খেলতে না পারলেও সতীর্থদের পারফরম্যান্স উপভোগ করছেন আর্চার, ‘এখন পর্যন্ত আমরা হারের চেয়ে জিতেছি বেশি। গত বছরের তুলনায় আমরা বেশ অবস্থানে আছি। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। সবাই বেশ খোশমেজাজেই আছে। মুম্বাই আসলেই অনেক বড় মাপের ফ্র্যাঞ্চাইজি। আশা করি আমিও দলের জয়ে অবদান রাখতে পারব। সত্যি বলতে, আমি এখন আরও জোরে বোলিং করতে চাই।’

হাজার মাইল দূরের বিরিয়ানি যখন হাতের কাছে

নয়াদিল্লি ঃ বিরিয়ানির জন্য মানুষের পাগলামির কোন সীমা নেই। আর এই পাগলামিই দিল্লির বাসিন্দা অনিরুদ্ধ সুরেসানকে উদ্বুদ্ধ করেছে বিরিয়ানির জন্য হাজার মাইল দূরের শহর হায়দ্রাবাদ থেকে সেখানকার বিখ্যাত বিরিয়ানি অর্ডার করতে। একইসঙ্গে তিনি লখনৌ থেকে ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি টুণ্ডে কাবাব আর কলকাতা থেকে বাঙালি মিষ্টিও অর্ডার করেছিলেন। কিন্তু অর্ডারের পর কেমন ছিল তার অভিজ্ঞতা? তিনি বলছেন - যা আশা করেছিলেন তার ধারেকাছেও নয়। বিরিয়ানি ছিল অখাদ্য, বিরিয়ানি বলতে যা বোঝায় তার কিছুই এতে ছিল না, তিনি বিবিসিকে বলেন। যত গরমই করা হোক না কেন ওই টুন্ডে কাবাবের আসল মজাটা ফিরিয়ে আনা যাবেনা। একইভাবে দিল্লির কোন স্থানীয় মিষ্টির দোকানও কলকাতার ওই মিষ্টিকে হার মানাতে পারবে। মিস্টার সুরেসান এমন হাজার হাজারো ভারতীয়দের একজন যারা ফুড ডেলিভারি অ্যাপ জোমাটো'র আন্তঃনগর প্রকল্পে এভাবে বাজি ধরছেন এবং বিরিয়ানি, রসগোল্লা ও কচুরির মতো খাবারে তাদের রসনাতৃপ্তির জন্য আক্ষরিক অর্থেই এধরনের পাগলামিতে মেতেছেন। ভারতের অন্তত ১০টি শহরের প্রায় ১২০টি নামকরা রেস্তোরাঁর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে জোমাটো অ্যাপ কোম্পানি, যারা ফ্লাইটের মাধ্যমে ভারতের নানা প্রান্তের প্রসিদ্ধ মুখরোচক খাবারগুলো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। মূল আইডিয়াটাই ছিল দূরত্বের বাধা পেছনে ফেলে পুরো দেশকে একটা থালায় নিয়ে আসা, বলেন কোম্পানিটিতে এই বিভাগের প্রধানের দায়িত্বে থাকা কামায়ানি সাধওয়ানি। দক্ষিণ দিল্লি এবং গুরগাঁওয়ের মতো রাজধানীর অবস্থাপন্ন এলাকার বাসিন্দাদের দিয়ে আগস্টে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমবারের মতো এই সেবা চালু করে জোমাটো। এরপর মুম্বাই ও বেঙ্গালুরুসহ ছয়টি শহরে সেবা বিস্তৃত করা হয়। চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় সেবাটি সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বর্তমানে কাজ করছে কোম্পানিটি। মিজ সাধওয়ানি বলেন, 'নস্টালজিয়া' এবং 'অন্বেষণ' এ দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করেই সেবাটি চালু হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল গ্রাহকদের চাহিদা দুইভাবে পূরণ করা - নিজ শহরের রান্নার স্বাদের মাধ্যমে তাদের শিকড়ের সাথে মানুষের সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করা এবং আমাদের দেশের রান্নার যে বিশাল সংস্কৃতি তার বিস্তৃত পরিসর আবিষ্কারের সুযোগ করে দেওয়া, যোগ করেন তিনি। বিবিসি এমনই অন্তত আরও নয়জন গ্রাহকের সঙ্গে কথা বলেছে যারা মিস্টার সুরেসানের মতোই প্রকল্পটিকে 'খুব বেশি আগ্রহোদ্দীপক' মনে করেননি। তবে মিজ সাধওয়ানি জানান, গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়া আমাদের সব প্রত্যাশাকে ব্যাপকভাবে ছাড়িয়ে গেছে, যদিও তিনি কর্মকাণ্ডের পরিধি সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু জানাতে অস্বীকার করেন। জোমাটো গ্লোবাল গ্রোথের ভাইস প্রেসিডেন্ট সিদ্ধার্থ ঝাওয়ার বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকাকে গত বছর বলেছিলেন, যখন আমরা শুরু করি, তখন আমরা ভেবেছিলাম এভাবে খাবার পৌঁছে দেয়া বেশ ব্যয়বহুল এবং বিলাসিতা হবে। তবে সময়ের সাথে সাথে খরচের বিষয়টি আমাদের বিশ্বাস করাতে পেরেছে যে এটি কোন বিলাসিতা নয়। ডেলিভারির খরচ কমানো থেকে শুরু করে বড় অঙ্কের ডিসকাউন্ট দেয়া ও দ্রুত খাবার পৌঁছে দেয়া - পরীক্ষামূলক কোন ক্ষেত্রই জোমাটোর জন্য নতুন নয়। ২০০৮ সালে চালু হওয়ার পর থেকে ভারতের তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ খাদ্য বাজারে মুনাফা অর্জনের জন্য কোম্পানিটি ক্রমাগতভাবে তাদের লজিস্টিকসের পরিধি বাড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, করোনা মহামারিতে রেস্তোঁরাগুলো অনলাইনে যেতে বাধ্য হওয়ায় আউটসোর্স ডেলিভারির জন্য জোমাটোর মতো অ্যাপের উপর নির্ভরশীলতা বেড়েছে, যা প্ল্যাটফর্মটির ব্যবসায়িক মডেল সফল করতে অনেকটাই সাহায্য করেছে। লকডাউনের মাসগুলিতে খাদ্য সরবরাহ সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। কারণ অন্য সময় খাবার ডেলিভারিতে আগ্রহ না থাকা নামী দামী রেস্তোরাঁগুলোকেও কীভাবে খাবার প্যাকেজ করে পাঠাতে হয় তা শিখতে হয়, বলেন মুম্বাইভিত্তিক ডিজিটাল সম্পাদক এবং খাদ্য বিষয়ক বই টিফিন অ্যান্ড হুজ সামোসা ইজ ইট এনিওয়ে?'র লেখক সোনাল ভেদ। জোমাটোর এই আন্তঃনগর সেবা সম্ভবত সেটারই বাড়তি সংযোজন, যোগ করেন তিনি। তবে হাজার হাজার মাইল দূরত্বে ঠিকঠাকভাবে বিরিয়ানি পৌঁছে দেয়া মোটেও সহজ কোন চ্যালেঞ্জ নয় উল্লেখ করে জোমাটোর দাবি, যাত্রাপথে খাবার নিরাপদ রাখতে তাদের সর্বোচ্চ যত্ন নিতে হয়। খাবার সংরক্ষণ করতে তারা তাপসহায়ক বাক্স এবং অত্যাধুনিক মোবাইল রেফ্রিজারেশন ব্যবহার করে, যাতে করে খাবার হিমায়িত করতে হয় না বা কোনো ধরনের প্রিজারভেটিভও যোগ করতে হয় না। এছাড়াও প্ল্যাটফর্মটির সঙ্গে যুক্ত অনেক রেস্তোরাঁর আগে থেকেই কুরিয়ার সংস্থার মাধ্যমে আন্তঃনগর ডেলিভারির ব্যবস্থা রয়েছে, যা প্রকল্পটিকে সফল করতে সাহায্য করেছে। তবে জোমাটো আন্তঃনগর খাবার ডেলিভারির এই প্রকল্প একটা সাড়া ফেলেছে এবং আমাদের পণ্যগুলোকে বিখ্যাত করেছে। আর এই কারণে সারা ভারত থেকে আমাদের অর্ডার আসছে, বলেন কলকাতার বিখ্যাত মিষ্টির দোকান বলরাম মল্লিক এবং রাধারমন মল্লিক সুইটসের পরিচালক সুদীপ মল্লিক। প্ল্যাটফর্মটিতে মিঃ মল্লিক প্রধানত তাদের বিশেষ খাবারগুলো বিক্রি করেন - যার মধ্যে আছে বিশেষভাবে বেক করা রসগোল্লা এবং সন্দেশ - যা ভালোভাবে পরিবহনের জন্য বিশেষ বাক্সের মধ্যে প্যাক করা হয়। ভারতে উৎসবের মৌসুম হল শীতকাল। এসময় অর্ডারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ে বলে জানান মিঃ মল্লিক। এক পর্যায়ে তাল সামলাতে আন্তঃনগর ডেলিভারি দেয়ার জন্য আমাদের কাউন্টারে প্রতিদিনের বিক্রি বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। অন্যান্য রেস্তোরাঁগুলোও জানিয়েছে যে তারা গ্রাহকদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাচ্ছে। বিরিয়ানি এবং হালিমের জন্য বিখ্যাত হায়দ্রাবাদের পিস্তা হাউসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শোয়েব মোহাম্মদ বলেছেন, এটি দুর্দান্ত প্রকল্প। সপ্তাহান্তে তারা এখন গড়ে ১০০ টিরও বেশি ডেলিভারি পাঠায় যার বেশিরভাগই অর্ডার আসে দিল্লি এবং মুম্বাই থেকে। সম্প্রতি আমরা একদিনে ৮০০টি বাক্স সরবরাহ করেছি, বলেন তিনি। সেপ্টেম্বরে পিস্তা হাউস খবরে এসেছিল। দিল্লির কাছে গুরগাঁওএর একজন গ্রাহক তার টুইটে অভিযোগ করেন, তিনি তার বিরিয়ানির অর্ডারের জায়গায় সালন বা তরকারির একটি ছোট বাক্স পেয়েছেন। মিস্টার মোহাম্মদ বলেন, জোমাটো সেই হারানো অর্ডার ট্র্যাক করে এবং বিনামূল্যে তাকে বিরিয়ানি দিয়ে অভিযোগ সমাধান করেছে। এটি প্ল্যাটফর্ম এবং রেস্তোরাঁর জন্য ভাল বিজ্ঞাপন হয়ে গেছে, যোগ করেন তিনি। তবে মান ধরে রেখে সারা দেশে এই সেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে অসুবিধাগুলো উল্লেখ করে এই প্রকল্পেরর দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

নস্টালজিয়ার প্রতি ভারতীয়দের ভালবাসার কারণে কাগজকলমে এই ধারণাটি দুর্দান্ত হলেও পরিবহনের দীর্ঘ সময় এবং অতিরিক্ত চাপযুক্ত কোল্ড চেইন কাঠামোর কারণে ইতিমধ্যেই জোমাটো'র জন্য এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রকল্প, বলেন সাংবাদিক সোহিনী মিটার।

অনেকে এমন প্রশ্নও তুলছেন যে কোলাহলপূর্ণ বাজার এবং অলিগলি রাস্তার ভেতর ঐতিহ্যবাহী এইসব বিখ্যাত জায়গায় খাওয়ার অভিজ্ঞতার স্বাদ কি আসলেই বাড়িতে তৈরি করা সম্ভব?

আমি মনে করি না যে কোল্ড চেইন কাঠামোয় ব্যবহার করা প্লাস্টিকের পাত্রে এসব খাবারের জাদু ধরে রাখা সম্ভব। আসলে এসব টাটকা খাওয়ার স্বাদ এবং আসল জায়গায় খাওয়ার মজাটাই তো হারিয়ে যায়, বলেন মিজ মিটার।

এ বিষয়ে একমত মিস্টার সুরেসান। হায়দ্রাবাদের হোটেল শাদাবের মতো জায়গায় হেঁটে যাওয়ার মধ্যেও একটি ব্যাপার আছে, যেখানে মশলা এবং মাংসের গন্ধ আপনাকে একশ' হাত দূর থেকেও আকর্ষণ করে, তিনি বলেন।

ভাবুন আপনি জমজমাট ভিড়ের মধ্যে বসে আছেন আর আপনার প্লেটে ধোঁওয়া ওঠা গরম বিরিয়ানি পরিবেশন করা হচ্ছে। তার প্রতিটি কামড়ই বিরিয়ানির খুশবুতে ভরা। পাশেই দাঁড়িয়ে একজন ওয়েটার - যে আপনি চাইলেই ছোট বাটিতে তরকারি আর রাইতা ভরে দিচ্ছে।

মিজ ভেদ জানান যে, ব্যক্তিগতভাবে তিনিও কোন একটি বিখ্যাত জায়গায় বসে সেখানকার নামকরা বিরিয়ানি খেতে পছন্দ করবেন। কিন্তু এআই এবং লজিস্টিকস ব্যবহার করে যদি বাড়িতে বসে মানুষ সেই আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তাহলে ব্যবসার জন্য তা অবশ্যই সুখবর।

কাশ্মীরে ৫ ভারতীয় সেনা নিহত হওয়ার পর উগ্রপন্থীদের খোঁজে তল্লাশি

পুঞ্চ ঃ কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর একটি গাড়িতে হামলা চালিয়ে পাঁচ সেনাসদস্যকে হত্যার পরে সেখানে শুক্রবার সকাল থেকে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। ওই গ্রেনেড হামলায় নিহত সেনাসদস্যদের নামও প্রকাশ করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। বৃহস্পতিবার কাশ্মীরের পুঞ্চে ওই হামলা হয়। নিহতদের মধ্যে চারজনই পাঞ্জাবের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে সেনা কর্মকর্তারা। হামলায় আরও এক সেনাসদস্য গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এরা সবাই কাশ্মীরে মোতায়েন হওয়া সেনাবাহিনীর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের সদস্য ছিলেন। সংবাদ সংস্থা এএনআই সেনা কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে জানিয়েছে পুঞ্চরাজৌরি সেক্টরে দুটি দলে ভাগ হয়ে ছয়সাত উগ্রপন্থী ঘুরছে বলে গোয়েন্দা সূত্র থেকে জানা গেছে। উগ্রপন্থীদের দল দুটির খোঁজে বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা একযোগে নেমেছেন। অভিযানে ড্রোন এবং হেলিকপ্টারও ব্যবহার করা হচ্ছে বলে এএনআইকে জানিয়েছেন সেনাকর্মকর্তারা। তল্লাশি অভিযানের সঙ্গেই ভারতের সন্ত্রাস দমন এজেন্সি এনআইএর একটি দলও শুক্রবার পুঞ্চের ঘটনাস্থলে যাবে।

ওই দলে ডিআইজি এবং এসপি পদমর্যাদার অফিসারেরা যেমন থাকবেন, তেমনই ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরাও যাচ্ছেন বলে জানিয়েছে সংবাদসংস্থা এএনআই।

যেভাবে হামলা হয় সেনার ওপরে

সেনাবাহিনী বলছে বৃহস্পতিবার বিকেলে এক উগ্রপন্থী দমন অভিযানে বেরিয়েছিল রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের দলটি।

পুঞ্চরাজৌরি সেক্টরের ভিম্বার গলি থেকে সাঙ্গিয়োতের দিকে যাওয়ার সময়েই তাদের গাড়ি লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোঁড়া হয়। সেই সময়ে বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতাও খুব কমে গিয়েছিল। হামলার পরেই সেনাবাহিনীর গাড়িতে আগুন লেগে যায়।

বাহিনীর সন্দেহ উগ্রপন্থীরা লস্করএতৈবার সদস্য এবং তারা পাকিস্তান থেকে এসেছিল, কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এএনআই।

এদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের সরকারী টুইটার হ্যান্ডেলে নিহত সেনা সদস্যদের নাম প্রকাশ করেছে শুক্রবার।

এরা হলেন হাবিলদার মনদীপ সিং, ল্যান্স নায়েক দেবাশীষ বসওয়াল, ল্যান্স নায়েক কুলওয়ান্ত সিং, সেপাই হরকিষেণ সিং এবং সেপাই সেবক সিং।

সেনা প্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডে নিহত সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন।

নিহত হাবিলদার মনদীপ সিং পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার বাসিন্দা ছিলেন। তার গ্রামের নাম চানকোইয়া কালান।

ল্যান্স নায়েক কুলওয়ান্ত সিংয়ের বাড়ি পাঞ্জাবেরই মোগা জেলার চরিক গ্রামে। সেপাই সেবক সিং ভাটিন্ডার বাসিন্দা ছিলেন।

ল্যান্স নায়েক দেবাশীষ বসওয়ালের বাড়ি উড়িষ্যার পুরী জেলায়।

সেপাই হরকিষেণ সিং পাঞ্জাবের গুরদাসপুর জেলার তালওয়ান্ডি ভরত গ্রামের মানুষ।

সংবাদদাতা গুরপ্রীত সিং চাওয়লা জানাচ্ছেন, ২৭ বছর বয়সী হরকিষেণ সিং রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের ৪৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের কর্মরত ছিলেন। তিনি ২০১৭ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।

তার বাবা মঙ্গল সিংও ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য।

তালওয়ান্ডি ভরত গ্রামে মি. সিংয়ের মৃত্যুর খবর পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে আসে।

তার স্ত্রী দলজিত কৌর এবং দুবছরে কন্যা রয়েছে। মিসেস কৌর গর্ভবতী।

দলজিত কৌরের কথায়, কয়েকদিন আগেই ও ভিডিও কলে পরিবারের সকলের সঙ্গে কথা বলেছে। মেয়ে খুশপ্রীতের সঙ্গে তো অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল।

ছুটির শেষে গত ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি কাজে ফিরে গিয়েছিলেন।

হরকিষেণ সিংয়ের গ্রামের মতো একই অবস্থা কুলওয়ান্ত সিংয়ের গ্রামেও। তার বাবাও সেনাবাহিনীতেই ছিলেন।

কুলওয়ান্ত সিংয়ের বাবা মারা যান কার্গিল যুদ্ধে

কুলওয়ান্ত সিংয়ের এক আত্মীয় মন্দির সিং সংবাদদাতা সুরিন্দর মানকে জানিয়েছেন কুলওয়ান্তের বাবা বলদেও সিং কার্গিল যুদ্ধে মারা গেছেন।

কুলওয়ান্ত সিং ১৪ বছর ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। মাসদুয়েক আগেই তিনি পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাতে গ্রামে এসেছিলেন।

বৃহস্পতিবারের উগ্রপন্থী হামলায় লুধিয়ানার বাসিন্দা ৩৯ বছর বয়সী হাবিলদার মনদীপ সিংও মারা গেছেন।

সেনাবাহিনীর তরফে ফোন করে পরিবারের কাছে মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

মনদীপ সিংয়ের পরিবারে রয়েছেন তার মা, স্ত্রী এবং শিশু কন্যা।

সেপাই সেবক সিংয়ের পরিবারে তিনিই ছিলেন একমাত্র পুত্র। তার বাবা, মা আর দুই বোন রয়েছেন।

সেবক সিং ২০১৮ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং মাত্র কুড়ি দিন আগেই ছুটি শেষ করে কর্মস্থলে ফিরে গিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ভারতীয় সেনাবাহিনীরই বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিট, যারা মূলত উগ্রপন্থী কার্যকলাপ রুখতেই কাজ করে।

জম্মুকাশ্মীরে ১৯৯০ সালে এই বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শনিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
22:04:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

ডলারের পরিবর্তে টাকাতে বাণিজ্যে কে লাভবান হবে ভারত নাকি বাংলাদেশ?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক লেনদেনে ডলারের পরিবর্তে রুপিতে করার বিষয়ে দুই দেশ নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে ডলারের দাম ওঠানামার ওপর ভিত্তি করে দুই দেশের মুদ্রার মান নির্ধারণ করা হবে। কিভাবে এই প্রক্রিয়া কাজ করবে সেটি নির্ধারণের জন্য দুই দেশের ব্যাংকগুলোর চুক্তিও করতে হবে। সেজন্য টাকাতে বাণিজ্যের বিষয়টি খুব সহজেই শুরু হচ্ছে না। অন্তত ছয় মাস সময় লাগতে পারে বলে আভাস দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মোকাররম হক। তিনি বলেন, আমরা নীতিগতভাবে রাজি হয়েছি। এ বিষয়ে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলছে। যদি ব্যাংকগুলো দেখে যে সব ঠিকঠাক আছে তাহলে তারা এই কার্যক্রম হাতে নেবে। শুরু হওয়ার পর যেকো যাবে সুবিধা অসুবিধা। ব্যবসায়ী ও নিয়মিত আমদানিকারীদের দাবি, টাকা ও রুপিতে বাণিজ্য হলে উভয় দেশই লাভবান হবে। তবে বিশ্লেষকদের মত, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বড় ধরনের বাণিজ্য ঘাটতি থাকায় রুপিতে লেনদেনে বাংলাদেশ ঝুঁকিতে পড়তে পারে। গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-এর গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, রুপি মেহেতু বৈশ্বিক মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃত না এ কারণে ডলারের বিপরীতে ভারতীয় মুদ্রার দর যখন যখন ওঠানামা করবে যা প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের সাথে লেনদেনে।

রুশ যুদ্ধ বিমান 'দুর্ঘটনাবশত' বোমা ফেললো নিজেদের শহরে

মস্কো ঃ মস্কোতে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, একটি রুশ যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনাবশত তাদের নিজেদের শহর বেলগোরদে বোমা ফেলেছে। এই শহরটি ইউক্রেন সীমান্তের কাছাকাছি।

আঞ্চলিক গভর্নর ভায়াচেস্লাভ গ্লাডকভ বলেছেন, বোমার বিস্ফোরণে বেলগোরদ শহরের কেন্দ্রে বিশ মিটার প্রশস্ত বিশাল এক গর্ত তৈরি হয়েছে।

বোমায় তিন জন আহত হয় এবং বেশ কয়েকটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক থেকে লোকজনকে সরিয়ে নিতে হয়েছে। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, একটি সু৩৪ বিমান থেকে দুর্ঘটনাবশত বোমাটি ছেড়ে দেয়া হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাত সোয়া দশটায় এই বোমাটি পড়েছিল। কিভাবে এটি ঘটলো তার কোন ব্যাখ্যা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বক্তব্যে নেই, এতে শুধু অস্বাভাবিকভাবে বিমান থেকে বিস্ফোরক পড়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। বোমাটি পড়েছিল দুটি রাস্তার সংযোগস্থলে, কিছু আবাসিক ভবনের কাছাকাছি। এই স্থানটি নগর কেন্দ্র থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে, যেগুলোতে বোমাটি পড়ার পর প্রথম বিস্ফোরণ এবং কিছু ক্ষয়ক্ষতির দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। এসময় কাছাকাছি প্রসপেক্ট ভাটুইনা রাস্তা ধরে গাড়ি চলতে দেখা যায়। এর ১৮ সেকেন্ড পরে বোমাটি পুরোপুরি বিস্ফোরিত হয়, এবং বিস্ফোরণে রাস্তার একটি অংশ উড়ে যায়, এবং সেসময় রাস্তা দিয়ে যাওয়া একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আহত দুই নারীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেয়া হয়েছে এবং নয়তলা এটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের কাঠামোর ক্ষতি হওয়ায় সেটি থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আঞ্চলিক গভর্নর মি. গ্লাডকভ। এ ব্যাপারে একটি তদন্ত শুরু হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা ছবি এবং ভিডিওতে বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের নানা চিত্র দেখা যায়। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে বিস্ফোরণে একটি গাড়ি উড়ে গিয়ে পাশের একটি দোকানের ছাদের ওপর পড়েছে। শুক্রবার সকালে ক্রেন দিয়ে সেখান থেকে গাড়িটি সরানো হয়।

আঞ্চলিক গভর্নর বলেছেন, বেলগোরদের বাসিন্দাদের জন্য এটি ছিল কঠিন এক রাত, তবে তারা সামলে উঠতে পেরেছে।

ইউক্রেন সীমান্ত হতে বেলগোরদ মাত্র ২৫ মাইল দূরে। এই শহরের জনসংখ্যা ৩ লাখ ৭০ হাজার। এটির অবস্থান ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিভের সামান্য উত্তরদিকে। গত বছর ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকেই বেলগোরদের বাসিন্দারা ইউক্রেনের গোলা হামলার আশংকার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন।

রুশ বিমানগুলো ইউক্রেনে আক্রমণ চালাতে যাওয়ার সময় নিয়মিত এই শহরের ওপর দিয়েই উড়ে যায়।

কুড়মালির পরিবর্তে পরীক্ষার্থীকে দেওয়া হল সংস্কৃত প্রশ্নপত্র, জিপ ভাইস প্রেসিডেন্ট মধুশ্রী মাহাতো ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চিঠি লিখেছেন

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ চান্ডিল মহকুমার কুকড়ু ব্লকের অন্তর্গত লেটেমদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তিনজন পরীক্ষার্থী তাদের মাতৃভাষা কুড়মালিতে উপস্থিত হতে বঞ্চিত হল। তিনজন পরীক্ষার্থীই অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। উৎক্রমিত উচ্চ বিদ্যালয় ইচাডিহে তার পরীক্ষা কেন্দ্র করা হয়। তার প্রবেশপত্রে কুড়মালি ভাষাও উল্লেখ রয়েছে। পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্র না এলে কেন্দ্র সুপার সবাইকে সংস্কৃত প্রশ্নপত্র দেন এবং পরীক্ষা লিখতে দেন। এর বিরুদ্ধে এলাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং কুড়মি সমাজ ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের কাছে চিঠি দেওয়ার পর তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ব্লক শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিককে।

সেরাইকেলা-খরসানার জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি মধুশ্রী মাহাতো জেলা শিক্ষা সুপারের কাছে একটি চিঠি লিখে উপরোক্ত পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সর্বশিক্ষা যোজনার আওতায় প্রধানমন্ত্রী শিশুদের মাতৃভাষায় লেখাপড়া করার সুবিধা দিয়েছেন। একই এলাকায় তা চরমভাবে লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সংস্কৃতের প্রশ্ন পেয়ে পরীক্ষার্থী প্রতিবাদ করলেও কেন্দ্র সুপার তাদের বলেন, কুড়মালির প্রশ্নপত্র আসেনি, তাই তাদের সংস্কৃত বিষয়ের পরীক্ষা লিখতে হবে। এই করে ওই বিদ্যার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় ধরনের গোলযোগ করা হয়েছে।

ইলন মাস্কের বিশাল রকেট স্টারশিপ উড়ার পরপরই বিস্ফোরিত

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ ইলন মাস্কের স্পেস এক্স কোম্পানির নতুন রকেট স্টারশিপ প্রথম যাত্রাতেই বিস্ফোরিত হয়েছে। রকেটে কোনো ক্রু না থাকায় পরীক্ষামূলক এই যাত্রায় কেই আহত হয়নি। টেক্সাসের পূর্ব উপকূল থেকে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে এই উৎক্ষেপণ সম্পন্ন হয়। উত্তরণের দুই-তিন মিনিট পর রকেটটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে শুরু করে এবং এর কিছুক্ষণের মধ্যেই এটিকে ধ্বংস করে ফেলা হয়। এটি ছিল এখন পর্যন্ত তৈরি করা সবচেয়ে বড় রকেট। মি. মাস্ক জানিয়েছেন, তার কোম্পানি মাস দু'য়েকের মধ্যে আবার রকেট উৎক্ষেপণের চেষ্টা করবে। স্পেস এক্সের প্রকৌশলীরা অবশ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও এই উৎক্ষেপণকে সফল বলছেন। তারা বলছেন যে তারা 'আগেভাগে এবং নিয়মিত' পরীক্ষা চালিয়ে যেতে চান এবং এই ধরণের ক্ষয়ক্ষতিতে ভয় পান না। পরের উৎক্ষেপণের আগে এরই মধ্যে বিপুল পরিমাণ ডাটা রয়েছে তাদের হাতে। দ্বিতীয় আরেকটি স্টারশিপ এখনই উৎক্ষেপণের জন্য তৈরি রয়েছে। এই উৎক্ষেপনের পর এলন মাস্ক টুইট করেছেন, অভিনন্দন স্পেস এক্স টিমকে স্টারশিপের দারুণ একটি পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপন করায়। কয়েকমাসের মধ্যে হতে যাওয়া পরবর্তী পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের জন্য অনেক কিছু শিখেছি আমরা। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিমান চলাচল প্রশাসন - যারা যুক্তরাষ্ট্রে রকেট উৎক্ষেপণের লাইসেন্স প্রদান করে থাকে - জানিয়েছে যে তারা এই দুর্ঘটনার তদন্ত করবে। সংস্থাটির একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন যে কোনো বিমান দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেই তারা এই ধরণের তদন্ত পরিচালনা করে থাকেন। মি. মাস্ক জানিয়েছেন যে তার কোম্পানি মাস দুয়েকের মধ্যে আবার রকেট উৎক্ষেপণের চেষ্টা করবে। এলন মাস্ক এই উৎক্ষেপনের আগে থেকেই খুব বেশি উচ্চাভিলাষী ছিলেন না। পরীক্ষার আগে তিনি বলেছিলেন যে রকেটটির ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরে ওঠা এবং লঞ্চ প্যাডের স্থাপনা ধ্বংস না হওয়াই 'বিজয়' হিসেবে বিবেচিত হবে। তার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকেনি। স্টারশিপ যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে তার উৎক্ষেপণের এলাকা পার করে মেক্সিকো উপসাগরের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই বোঝা যায় যে এটি নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী যাচ্ছে না। রকেটটি যখন ওপরে উঠতে থাকে, তখন দেখা যায় যে এর গোড়ায় থাকা ৩৩টি ইঞ্জিনের ৬টি বন্ধ হয়ে গেছে। তিন মিনিটের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই বোঝা যেতে থাকে যে খুব বেশিক্ষণ এটি চলবে না। রকেটটির দুটি অংশ যে সময়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তখনও অংশ দুটিকে একসাথেই দেখা যেতে থাকে। লঞ্চের চার মিনিট পর স্টারশিপের উচ্চতা কমতে শুরু করে। তখন আকাশে বড় ধরণের একটি বিস্ফোরণ দেখা যায়। কম্পিউটারের মাধ্যমে রকেটটির 'ফ্লাইট টার্মিনেশন সিস্টেম' চালু করে দেয়ায় এই বিস্ফোরণটি ঘটে। স্পেস এক্স তাদের বিবৃতিতে বলেছে, এই ধরণের পরীক্ষা থেকে আমরা যা শিখি, সেটা থেকেই সফলতা আসে। আর আমরা আজ এই যন্ত্রটি এবং এর গ্রাইন্ড সিস্টেম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি, যা স্টারশিপের পরবর্তী ফ্লাইটকে সফল করতে কাজে লাগবে। স্টারশিপের সবচেয়ে ওপরের অংশ - যেটি শিপ হিসেবেও পরিচিত - এর আগেও ছোট পরিসরে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। কিন্তু এবারই প্রথম এর নিচের অংশ সহ এটি উৎক্ষেপিত হল। ফেব্রুয়ারি মাসে 'সুপার হেভি' নামের বুস্টারটি সহ এটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। তবে সেসময় এর ইঞ্জিনগুলোর শক্তি অর্ধেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। যদি স্পেস এক্স তাদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ইঞ্জিনের ৯০ শক্তি ব্যবহার করে থাকে, তাহলে প্রায় ৭০ মেগানিউটন বল প্রয়োগ করা হয়েছে রকেটটি উৎক্ষেপণে। ১৯৬০ আর ৭০'এর দশকে মানুষকে চাঁদে নিয়ে যাওয়া স্যাটার্ন ৫ রকেটে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হয়েছিল, তার চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হয়েছে এটিতে।

ঈদের চাঁদ নিয়ে মুসলিম দেশগুলোতে যে কারণে সবসময় বিতর্ক হয়

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে এবার রোজার ঈদের কয়েকদিন আগেই ঈদের তারিখ নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

২১শে এপ্রিল অর্থাৎ শুক্রবার বাংলাদেশ থেকে চাঁদ দেখা যাবে বলে আবহাওয়া অধিদপ্তর তাদের ওয়েবসাইটে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এ বিজ্ঞপ্তি বুধবার প্রকাশিত হবার পর ইসলামিক ফাউন্ডেশন দৃশ্যত আপত্তি তুলেছে।

এমন প্রেক্ষাপটে আবহাওয়া অধিদপ্তর তাদের বিজ্ঞপ্তি সেটি সরিয়ে নেয়। এর পরদিন বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঈদের চাঁদ দেখা নিয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তরের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির জবাবে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে কোন দেশে কখন নতুন চাঁদ দেখা যাবে তা আগে থেকেই হিসেব করে বলে দেয়া সম্ভব। তাহলে এখনো কেন চাঁদ দেখা নিয়ে এরকম মতপার্থক্যের ঘটনা ঘটছে?

আবহাওয়া অধিদপ্তর বাংলাদেশ থেকে চাঁদ দেখা যাবে বলে তাদের প্রকাশিত ঐ বিজ্ঞপ্তিতে চাঁদের স্থানাঙ্ক প্রকাশ করে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর অবশ্য কিছুক্ষণ পরই তাদের এই বিজ্ঞপ্তিটি সংশোধন করে নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। আগের বিজ্ঞপ্তিতে 'চাঁদ দেখা যাবে' লেখা থাকলেও তা পরিবর্তন করে 'আকাশ মেঘমুক্ত থাকার সাপেক্ষে চাঁদ দেখার সম্ভাবনা রয়েছে' লেখা হয়। এর পরদিন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে ঈদের চাঁদ দেখা সংক্রান্ত কোনো বক্তব্য প্রদান করার এখতিয়ার শুধু জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির রয়েছে।

ঐ বিজ্ঞপ্তিতে চাঁদ দেখা নিয়ে 'অগ্রিম, বিভ্রান্তিকর ও এখতিয়ার বহির্ভূত' সংবাদ প্রকাশে বিরত থাকতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে অনুরোধ করা হয়।

একুশে এপ্রিল সন্ধ্যায় জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা শেষে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ঈদ-উল-ফিতরের চূড়ান্ত ঘোষণা দেবেন বলে জানানো হয় ঐ বিজ্ঞপ্তিতে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর সাধারণত প্রতি মাসেই তাদের ওয়েবসাইটে চাঁদের স্থানাঙ্ক জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে থাকে। তবে শাওয়াল মাসের চাঁদের সাথে রোজার ঈদের সম্পর্ক থাকায় সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিটি নিয়ে আলোচনা তৈরি হয়।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে কোন দেশে কখন নতুন চাঁদ দেখা যাবে তা আগে থেকেই হিসেব করে বলে দেয়া সম্ভব।

মুসলিমদের জন্য পবিত্র হিসেবে বিবেচিত রমজান মাসের শেষ হয় শাওয়াল মাসের এক তারিখ ঈদ-উল-ফিতর বা রোজার ঈদ উদযাপনের মধ্য দিয়ে। আর এই তারিখটি নির্ধারিত হয় নতুন চাঁদ দেখার ওপর।

মুসলমানরা যে হিজরি সাল ব্যবহার করে, তা চন্দ্র বর্ষপঞ্জী নির্ভর। তাই চাঁদ দেখা যাওয়ার সাথেই নির্ধারিত হয় মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবগুলো।

এ বছর সৌর ক্যালেন্ডারের যে দিনে চান্দ্র বছর শুরু হয়, পরের বছর তার ১১ দিন আগে শুরু হবে পরবর্তী চান্দ্র বছর। অর্থাৎ সৌর ক্যালেন্ডারের হিসেবে আগামী বছরের ঈদ এই বছরের ঈদের চেয়ে এগারো দিন আগে হবে।

চান্দ্র বছর অনুসরণ করার মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলিম ভিন্ন মৌসুমে রোজা রাখার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। একজন মুসলিম যদি তার জীবনের ৩৩ বছর ধরে রমজান মাসে রোজা রাখেন, তাহলে সৌর ক্যালেন্ডারের সবগুলো মাসে এবং সব ঋতুতে রোজা পাবেন তিনি। তারপরও সারাবিশ্বেই মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব পালনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয় চাঁদ দেখাকে।

মুসলিমরা নির্ভর করে চোখে দেখার ওপর চাঁদ কবে কোন অবস্থানে থাকবে, আধুনিক প্রযুক্তি অনুযায়ী তা পৃঙ্খানুপুঙ্খভাবে আগে থেকে বলে দেয়া সম্ভব। কিন্তু তারপরও সারাবিশ্বেই মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব পালনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয় খালি চোখে চাঁদ দেখাকে।

বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মোহাম্মদ রুহুল আমীন বিবিসি বাংলাকে বলেন, হাদীস অনুযায়ীই খালি চোখে চাঁদ দেখাকে প্রাধান্য দেয়া হয় ধর্মীয় উৎসব নির্ধারনের ক্ষেত্রে।

নিজের চোখে দেখে রোজা রাখা শুরু করা এবং ঈদ উদযাপন করার উপদেশ দেয়ার স্পষ্ট হাদীস রয়েছে। আরও বলা হয়েছে কোনো কারণে চাঁদ দেখা না গেলে - অর্থাৎ চাঁদ উঠলো কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় দেখা গেলো না - ত্রিশ দিন মিলিয়ে ঈদ পালন করতে।

এ কারণেই সারা বিশ্বের মুসলিমরা ঈদ পালনের ক্ষেত্রে নিজ চোখে চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে থাকে, বলেন মোহাম্মদ রুহুল আমীন।

কোন দেশ কীভাবে ঈদের দিন নির্ধারন করে প্রতি বছরই মুসলিম দেশগুলো ভিন্ন ভিন্ন দিনে ঈদ পালন করে থাকে। যেমন এ বছরও কোনো দেশ ঈদ পালন করছে ২১শে এপ্রিল, আবার কোনো দেশে তা পালিত হচ্ছে ২২শে এপ্রিল।

সৌদি আরব বা সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২১শে এপ্রিল ঈদ হলেও পার্শ্ববর্তী দেশ ওমানে ঈদ পালন করা হবে ২২শে এপ্রিল। আবার সিঙ্গাপুর বা ইন্দোনেশিয়ায় ঈদ শুক্রবার হলেও মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, জাপানে ঈদ পালন করবে শনিবার।

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ঈদের তারিখ ঘোষণা করা হয়নি। তবে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ঈদ পালন হবে শনিবার। আবার পাকিস্তানে ঈদ পালিত হচ্ছে শুক্রবার।

কোন দিন ঈদ পালন করা হবে, সেই সিদ্ধান্তটাও একেক দেশে একেকভাবে নেয়া হয়ে থাকে। সৌদি আরবে সাধারণ মানুষ চাঁদ দেখার খবর জানালেই কর্তৃপক্ষ ঈদ পালন করার সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। অনেক মুসলিম দেশই সৌদি আরবের সিদ্ধান্তের দেখাদেখি তাদের নিজেদের দেশের ঈদের সিদ্ধান্ত জানায়।

অন্যদিকে শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ ইরানে চাঁদ দেখার পর সরকারি ঘোষণা আসার প্রেক্ষিতে ঈদ হয়ে থাকে।

ইরাকের শিয়া মতাবলম্বীরা ঈদের সিদ্ধান্ত জানতে অপেক্ষা করেন তাদের শীর্ষ নেতা আয়াতোল্লাহ আলী সিস্তানির ঘোষণার জন্য, আর সুন্নিরা অপেক্ষা করেন তাদের প্রধান নেতার ঘোষণার জন্য।

অন্যদিকে তুরস্ক রমজান মাসের শুরু এবং শেষ কবে হবে তা নির্ধারণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনা অনুযায়ী।

২০১৬ সালের মে মাসে ইস্তাম্বুলে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল তুরস্কের উদ্যোগে। সেখানে তুরস্ক, কাতার, জর্ডান, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মরোক্কো সহ ৫০টি দেশের ধর্মীয় পন্ডিত এবং বিজ্ঞানীরা অংশ নেন। ইন্টারন্যাশনাল হিজরি ক্যালেন্ডার ইউনিয়ন কংগ্রেস নামে পরিচিত এই সম্মেলনে হিজরি ক্যালেন্ডার নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের মধ্যে যে বিভক্তি সেটা নিরসনে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সম্মেলনে দুটি প্রস্তাব বিবেচনা করা হয়েছিল। প্রথমত সারা বিশ্বের জন্য দ্বৈত বর্ষপঞ্জী চালু করা, পূর্ব গোলার্ধের জন্য একটি, আর পশ্চিম গোলার্ধের জন্য একটি। আর দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ছিল, সবাইকে একটি বর্ষপঞ্জীর মধ্যে নিয়ে আসা। শেষ পর্যন্ত বেশিরভাগ প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞ একটি বর্ষপঞ্জীর পক্ষেই মত দেন।

তুরস্কের প্রেসিডেন্সি অব রিলিজিয়াস অ্যাফেয়ার্সের সেসময়ের প্রেসিডেন্ট মেহমেট গোরমেজ তখন একটি তুর্কী সংবাদপত্র ডেইলি সাবাহ'কে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, এই নতুন বর্ষপঞ্জী মেনে নিতে কিছু দেশ হয়তো অসুবিধায় পড়বে, কিন্তু এটি যাতে বিশ্বজুড়ে গৃহীত হয় সে ব্যাপারে ওআইসি তাদের প্রভাব কাজে লাগাতে পারে।

এই সম্মেলনে বিশ্বের নামকরা পণ্ডিতরা পরামর্শ করে ঠিক করেছিলেন যে একটা দেশে চাঁদ দেখা গেলে অন্যদেশেও সেটা মানা হবে।

তবে ওআইসির এই সিদ্ধান্ত কিছু দেশ গ্রহণ করেছিল, আবার কিছু দেশ গ্রহণ করেনি।